



Vol. 45 | No. 2 | 2002



সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

উনিশ শতকের ফারহী-বাঙালায় লেখা মুসলিম গদ্যের নমুনা

Volume	45
Issue	2
Year	2002
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	ড. এস. এম. লুৎফর রহমান
Published online	February 1, 2002
DOI	10.62328/sp.v45i2.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v45i2.1
Pages	৫-৫৫
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা বিভাগ || ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উনিশ শতকের ফারছী-বাঙালায় লেখা মুসলিম গদ্যের নমুনা

ড. এস. এম. লুৎফর রহমান*

সাম্প্রতিক গবেষণা ও তথ্য-অনুসন্ধান থেকে জানা যায় যে, বাঙালা ভাষার যে-ধারা আদি মধ্যযুগ থেকে ১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, তার নাম— ফারছী-বাঙালা। ঐ সময়ে এ-ফারছী-বাঙালাই ছিল জনগণের বাঙালা বা ‘গণমুখী বাঙালা’। মোগল আমলে ফারছী-বাঙালার চর্চা হ’ত— সরকারী অফিস-আদালতে এবং জনগণের দৈনন্দিন কাজে ও শিক্ষা-সংস্কৃতিতে। প্রাদেশিক ভাষা হিসেবে এ-বাঙালার চর্চা মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবাই ক’রতেন। এক-ই কাল-প্রবাহে হিন্দু সামন্ত-পুরোহিত শ্রেণীর মধ্যে সংস্কৃত-বাঙালারও একটি ক্ষীণ ধারা চালু ছিল। তবে তাকে তারা ‘বাঙালা ভাষা’ বা ‘বঙ্গ-ভাষা’ ব’লতেন না; ব’লতেন ‘ভাষা’। সে-ভাষাকে সংস্কৃতনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ সুনজরে দেখতেন না। গণমুখী বাঙালা-ভাষার বিপরীতে ক্ষীণ ধারায় বহমান উক্ত ‘পণ্ডিতী-বাঙালা’ও মুসলিম-অমুসলিম উচ্চশ্রেণীর মধ্যে বিশেষতঃ বিভিন্ন রাজ-সভায় চালু ছিল। কারণ মুসলমানদের কোন বিশেষ ভাষার প্রতি বিদ্বেষ ছিল না। তা সংস্কৃতই হোক আর বাঙালাই হোক অথবা হোক আরবী-ফারছী।

ফারছী-বাঙালার এই গণমুখী রূপটির ধারা ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয় এবং পরবর্তী এক শ’ বছরে বাঙালার শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে তার ক্রমবর্ধমান প্রভাব, ফারছী-বাঙালাকে ধীরে ধীরে দৃষ্টির অন্তরালে পাঠিয়ে দেয়। আর ‘পণ্ডিতী-বাঙালা’ “সাধু ভাষা” নামধারণ ক’রে সারা জাতির ওপর চেপে বসে।

পরবর্তী এক শ’ বছরে এই ভাষা-বিসর্জন-কর্ম এমন পরিপূর্ণভাবে সাফল্য লাভ করে যে, অদ্যাবধি বহু চেষ্টা ক’রেও সতের-আঠারো শতকে লিখিত মুসলমানের লেখা কোন মুসলিম গদ্যের নমুনা খুঁজে পাওয়া যায়নি। কেবল সতের-আঠারো

● প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

শতক নয়, উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে মুসলিম লেখক, সাংবাদিক, সাহিত্যিকদের যে-সব গদ্য রচনার সামান্য নমুনা মেলে; সেগুলোর মধ্যেও ফারহী-বাঙালায় লেখা কোন গদ্য রচনার নজীর অনুপস্থিত।

এর একটা কারণ ব্যাখ্যা ক'রতে গিয়ে ড. সুকুমার সেন লিখেছেন—

“১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বাঙলাদেশের শাসন-কার্যে ফারসীর স্থান নিলে বাঙলা। সেই থেকে আরবী-ফারসী শব্দের আমদানী তো বন্ধ হ'লই, উপরন্তু স্বল্প পরিচিত আরবী-ফারসী শব্দের রপ্তানী শুরু হ'ল। বাঙলা গদ্য সাহিত্যের প্রবর্তন হ'ল, সংস্কৃত-শিক্ষিতদের দ্বারা, আর গদ্য রচনা-রীতিকে রসায়িত করলেন ইংরেজী শিক্ষিতরা। এদিকে ফারসী-উর্দু জানা মুসলমান লেখকরা পুরানো রাস্তা ধ'রেই চললেন।”^১ অর্থাৎ তারা গদ্য লিখতে এলেন না। ড. সেন, তাঁর “ইসলামি বাংলা সাহিত্য” নামক পুস্তকে মুসলমানদের যে-দোষ দিয়েছেন এবং আরবী-ফারহী শব্দ বাঙালা ভাষা থেকে আমদানী-রপ্তানীর যে ঘটনার উল্লেখ ক'রেছেন; তা সর্বাংশে সত্য নয়। ১৮৩৬ সালে শাসন-কার্যে ফারহীর স্থানে ইংরেজী চালু হ'লেও বাঙালার গায়ে হাত পড়েনি। যে-বাঙালা ভাষা মোগল-পূর্ব যুগ থেকেই প্রাদেশিক সরকারী ভাষা হিসেবে ফারহী-বাঙালার রূপ নিয়ে অফিস-আদালতে অপ্রতিহতরূপে অবস্থান ক'রছিল; ইংরেজ শাসকরা তার গায়ে হাত দেননি। এর অনেক নজীর দেওয়া সম্ভব। সেই প্রতিষ্ঠিত ফারহী-বাঙালার মধ্য থেকে আরবী-ফারহী শব্দের বিতাড়ন ধীরে ধীরে শুরু হয়; ইংরেজদের দ্বারা নয়; যাঁরা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও হিন্দু কলেজে সংস্কৃত-বাঙালা শিখে রাজকর্মচারী হবার সৌভাগ্য অর্জন করেন; তাঁদের দ্বারা। এই শব্দ-বিতাড়নের বিশেষ ধারা পরিষ্কার রূপে ফুটে উঠতে এবং তা অফিস-আদালতের ভাষাকে আক্রান্ত ক'রতে পঞ্চাশ-ষাট বছর সময় লাগে। অর্থাৎ ১৮০১ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত সময়ে শিক্ষা-ক্ষেত্রে বাঙালা ভাষাকে সংস্কৃতায়িত করার সাথে তাল মিলিয়ে অফিস-আদালতের বাঙালায় সংস্কৃত শব্দ ঢুকিয়ে, আরবী-ফারহী শব্দ বিতাড়ন করা হ'তে থাকে। প্রকৃত বাঙালা শব্দ (আরবী-ফারহীজাত) রপ্তানী এবং সংস্কৃত আমদানীর যে-তথ্য ড. সুকুমার সেন দিয়েছেন; প্রকৃত তথ্য যে, তার বিপরীত, তা স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সনের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট হ'তে পারে। ‘বাঙালা’ গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সন লিখেছেন—

“When the advent of the English there arose a demand for prose literature, and the task of supplying it fell into the hands of sanskritriden pandits. Anything more monostrous than this prose dialect, as it existed

the first half of the nineteenth century, it is difficult to conceive, books were written excellent in their subjects eloquent in their thoughts, but in a language from which something like ninety percent of the genuine Bengali vocabulary was excluded, and its place supplied by words borrowed from sanskrit, which the writers themselves could not pronounce. During the past fifty years there has been a movement, without much success, to reduce this absurd sanskritisation, but still, at the present day many words current in literary Bengali mere ideograms. Under such circumstances literary Bengali is divorced from the comprehension of every native to whom it has not been specially taught.”^২ অর্থ— “ইংরেজদের আগমনের পর (বাঙালা) গদ্য ভাষার চাহিদা দেখা দেয় এবং তা যোগান দেবার ভার পড়ে সংস্কৃতনিষ্ঠ পণ্ডিতদের হাতে। উনিশ শতকের প্রথমভাগ অবধি প্রচলিত এই গদ্য ভাষার মতো অধিকতর দানবীয় আর কিছুই কথা ভাবা যায় না। বইপত্র যা লেখা হতো— বিষয়বস্তুতে চমৎকার, চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ, কিন্তু এমন ভাষায়, যে-ভাষা থেকে শতকরা নব্বইটা প্রকৃত বাঙালা শব্দ বহিষ্কার করে, সে-সব স্থানে সংস্কৃত থেকে শব্দ ধার করে এনে বসিয়ে; যা লেখকগণ নিজেরাও উচ্চারণ করতে পারতেন না। গত পঞ্চাশ বছর ধরে এই বিমূর্ত সংস্কৃতায়নের বোঝা কমাতে এক অসফল আন্দোলন চলেছে। তথাপি বর্তমান সময়ে সাহিত্যের বাঙালায় বহু শব্দ রয়েছে যা একেবারে জবড়জং প্রতীকলিপি মাত্র। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যের বাঙালা সেই সব দেশীয় জনগণের উপলব্ধি থেকে একেবারে বাইরে চলে গেছে, যাদের ঐ ভাষায় বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি।’

স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সন এখানে শতকরা নব্বইটি ‘প্রকৃত বাঙালা শব্দ’ বলতে কোন্ সব শব্দের কথা বলেছেন তা স্পষ্ট নয়। তবে তিনি ঐ কথার নিশ্চয়তা দিতে পাদটীকায় লিখেছেন, “This estimate is based on actual counting.”^৩ অর্থ— ‘এই হিসাব সঠিক গণনার ভিত্তিতে প্রদত্ত’। তাহলে বিশ শতকের গোড়ার দিকেও স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সন যে-বাঙালা রচনায় শতকরা নব্বইটি প্রকৃত ‘বাঙালা শব্দ’ পেয়েছেন, সেই বাঙালা গদ্য-পদ্যের নজীর কোথায়? গ্রীয়ার্সন ঐ

নজীর পেয়েও তার নমুনা দেননি কেন? সে-সব রচনার লেখক কারা, তার-ই বা তিনি কেন উল্লেখ করেন নি; সে-প্রশ্ন উত্থাপন করা স্বাভাবিক। বর্তমান প্রবন্ধকার তাঁর একটি স্বতন্ত্র নিবন্ধে আলোচনা ক'রে দেখিয়েছেন— এই 'প্রকৃত বাঙালা' শব্দসমূহ আরবী, ফারসী ও উরদু শব্দ ব্যতীত কিছু নয় এবং ঐ 'প্রকৃত বাঙালা ভাষা'য় যারা লেখা-লেখি ক'রতেন; তাঁরা বেশীরভাগ-ই ছিলেন মুসলমান। আগেই বলা হয়েছে— সাধারণ অমুসলিম জনগোষ্ঠীও ঐ ভাষার চর্চা ক'রতেন। তাঁরা সবাই মিলে যে বাঙালা গদ্য রচনায়ও অভ্যস্ত ছিলেন; তারও প্রমাণ ইতোপূর্বে দেওয়া হ'য়েছে। অতএব, 'সংস্কৃত শিক্ষিতদের দ্বারা বাঙালা গদ্য সাহিত্যের প্রবর্তন; আর গদ্য রচনা-রীতিকে রসায়িত করেন; ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দুরা'; মুসলমানরা কিছুই করেননি; একথা ঠিক নয়। ডঃ সুকুমার সেনের বক্তব্য থেকে অনেকের মনে হ'তে পারে যে, আরবী, ফারসী ও উরদু জানা মুসলমানরা বাঙালা জানতেন না। বাঙালা চর্চাও ক'রতেন না। একথা ঠিক নয়। বাঙালা ভাষা বস্তুতঃ মুসলমানদের-ই সৃষ্টি।^৩ মুসলিম শাসক শ্রেণী এ-ভাষাকে কখনও অবহেলা করেননি; জনগণও নয়। তার ফলে, বিশেষ ক'রে, মোগল আমলে বাঙালা ভাষার অসাধারণ বিকাশ ঘটে। এসব কারণে সতের শতকের গোড়ার দিক থেকেই (১৬১০ খৃঃ) বাঙালা গদ্যের সন্দেহাতীত নমুনা পাওয়া যায়। আর সে-নমুনা হিন্দু কলমে লেখা— ফারসী-বাঙালার।

কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগের পূর্বে ফারসী-বাঙালায় কোন মুসলিম কলমে লেখা গদ্য রচনার নমুনা পাওয়া যায় না। তবে এখনও পাওয়া না গেলেও, ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে না, এমন কথা বলা চলে না। আসলে, ১৮০১ সালের পরে সংস্কৃত-বাঙালায় লেখা, হিন্দু গদ্যের অনেক আগেই যে, মুসলিম লেখকদের কলমে ফারসী-বাঙালায় লেখা বাঙালা গণমুখী গদ্যের ধারা বহমান ছিল, সম্প্রতি প্রাপ্ত নমুনাগুলো তার-ই প্রমাণ। যদিও সংগৃহীত নমুনারাজি উনিশ শতকের শেষ ভাগের রচনা ব'লেই মনে হয়; তথাপি ঐ সময়ের ফোর্ট উইলিয়মীয় ধারার পণ্ডিতী গদ্যের সঙ্গে তার পার্থক্য দুষ্টর। রচনাগুলোর এই স্বতন্ত্র চরিত্রই প্রমাণ ক'রে যে, আলোচ্য রচনা-রীতি একটি স্বতন্ত্র ও প্রবহমান ধারার-ই প্রতিনিধি। এতকাল এই শ্রেণীর রচনার সন্ধান বাঙালা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে কেউ উপস্থিত ক'রতে সমর্থ হননি।

বর্তমান লেখক উপস্থাপিত নমুনাগুলো সংগ্রহ ক'রেছেন— “ওয়ারেছ আখিয়া” নামক একখানি মুদ্রিত কেতাব থেকে। এই কেতাবে মোট পনেরটি গদ্য রচনার নমুনা আছে। তার মধ্যে বারোটি নমুনা তরজমা বা অনুবাদ। একটি স্বাধীন রচনা। ১৮৭২ সালে রচিত এই মৌলিক রচনাটিসহ সর্বমোট পনেরটি নমুনা এখানে

সংকলিত হ'ল। উপস্থাপিত রচনাসমূহ উরদু মূল রচনার অনুবাদ। বিষয়— ধর্মীয় বিতর্ক। “ওয়ারেছ আখিয়া”র প্রথম ও শেষ ভাগ ছিন্ন বিধায় কেতাটি কবে, কোথা থেকে কখন মুদ্রিত; তা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না গেলেও, গ্রন্থ-লেখকের নাম জানা সম্ভব হ'য়েছে। মৌলবী আবদুল আজিজ নামক এই ব্যক্তি “দরবেশ নামা” নামক আরও একখানি গ্রন্থের লেখক। দু'খানি গ্রন্থই কাব্যে রচিত এবং ইসলাম-বিরোধী কার্যকলাপকে প্রতিহত করাই ছিল তার গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য। শরীয়তপন্থী কবি সম্ভবতঃ জৌনপুরের বিখ্যাত ব্যক্তি মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরীর মুরীদ ছিলেন। “ওয়ারেছ আখিয়ায়” মরহুম আবদুল আজিজ এই কেরামত আলী সাহেবের-ই উরদুতে রচিত ফতোয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে, তা গদ্যে বাঙালায় তরজমা ক'রে দিয়েছেন; কবিতায় অনুবাদ করেননি। ফলে একটি দুর্লভ গদ্য রীতির সন্ধান পাওয়া সম্ভব হ'য়েছে। আরও উল্লেখ্য যে— এই সব রচনার সাবলীলতা আকর্ষণীয় ও বিস্ময়কর।

তবে আধুনিক পাঠকদের নিকট উপস্থাপিত রচনাসমূহ পাঠ করা কষ্টদায়ক, তা স্বীকার্য। কারণ এ-সব রচনার অধিকাংশ শব্দই এখন অচল ও অপরিচিত। তাই অর্থবোধ কঠিন। দ্বিতীয়তঃ বর্তমানকালের পাঠকগণ বাঙালা সাহিত্যের যে বাক্-ভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত এবং যে-রকম যতি-চিহ্নের নির্দেশ মেনে গ্রন্থ পাঠে অভ্যস্ত; — সে-রকম বাক্-ভঙ্গি ও যতি-চিহ্নের ব্যবহার এতে নেই। ফলে, পঠিত বাক্যের অনুগামী অর্থ-উদ্ধার এবং বাক্যের শব্দ-পারস্পর্য উপলব্ধি করাও দুরূহ।

এ কারণে আধুনিক পাঠকদের সহজ-উপলব্ধির প্রয়োজনে প্রায় যতি-চিহ্নহীন রচনাসমূহে প্রয়োজনীয় যতি-চিহ্ন যোগ করা হ'য়েছে এবং কিছু কিছু শব্দ— যা মুদ্রিত আকারেই ভুল বা অর্থহীন; সেগুলো সংশোধন করা হ'য়েছে।

এবার মূল রচনাসমূহের ওপর দৃষ্টিদান করা যেতে পারে।

টীকা : ১. ড. সুকুমার সেন। ইসলামি বাংলা সাহিত্য-বর্ধমান, ১৩৫১।

২. Sir George Griearson. The Indian Empire Cal. 1912, P. 251.

৩. ঐ। পাদটীকা দেখুন।

৪. দ্রষ্টব্য, ড. এস. এম. লুৎফর রহমান। মুসলমানরাই বাঙালা ভাষার আদি ওয়ালেদ। সাপ্তাহিক রোববার, ঈদুল আয্হা সংখ্যা, ২০০১।

৫. মৌলবী আবদুল আজিজ। ওয়ারেছ আখিয়া (নামপত্র ছিন্ন)।

নমুনা - ১

ফকির কেরামত আলির তরফ হৈতে সকল মছলমান ভাইদের খেদমত সরিফে এই আরজ জে, 'কওলল জমিলে' জে রাবেতাল কলব-বেস্বায়েখের বয়্যানে ফরমাইয়া আছে, জে— মসায়েখ চিস্তিয়ার লোগে কহিয়াছে জে, রোকন আজম অর্থাৎ বড় খাশা নফছ সায়েস্তা ও আদাব দেওয়ার জৈন্যে দেল লাগান, আর গাঠন, আর মরসেদের সাতে মহব্বত আর তাজিমের ছেফত 'পর তার ছুরত মলাহেজ কর ইতি। এই কথায় জে বেক্তি কহে জে, মরাকেবার মৈদে পিরের ছুরত ধেয়ান করিয়া হাজের করা এহি আছল মকছেদ— তার মসাহেদা বটে। এই কথা নেহাত বুটা। এমত কথা কওনিয়া বেক্তি বড়া বুটা। পিরের ছুরত ছামনে মৌজুদ হওয়ার খেয়ালে মসাহেদা হৈতে মহরুম থাকা হয়। দেলের খেয়ালে পারা-গান্দা ছিন্-ভিন্ করিয়া দেয়। ইহার খোলাছা ছেরাতল মস্তাকিমে আর নুরন আলা নুরের মৈদে দেখে। অচ্ছালাম ॥^১

নমুনা - ২

কি হুকুম করেন, ওলামায় দিন; মুণ্ডিয়ানে সরা মতিন। এই মছলাতে জে, এক বেক্তি কহে জে, সোগলে বরজখ করা (লা এলাহা ইল্লাল্লাহ) জিকির করিবার কালে (উত্তম)। তাহাকে সে-বেক্তি সোগলে আজম ভি কহে। পিরের ছুরত, জিকিরের মৈদে ধেয়ান করা-ই (এহি) মসাহেদা। পিরের ছুরত ধেয়ান করা ফরজ। পিরের ছুরত ধিয়ান করিলে আল্লাহকে মেলে। কেননা, জেমন ছুরত পিরের; তেমন ছুরত আল্লার। ইহার দলিল দেয় (খালাকাল্লাহ আদামা আলা ছুরতেহি)। ইহার মানি বয়্যান করে— 'পয়দা করিয়াছে আল্লাতা'লা আদমেরে আপনার ছুরতের 'পরে।' অর্থাৎ আল্লার নক্সার পরে হজরত আদমেরে বানাইয়াছে ॥

এমত কথা কহনেওয়ালা আর এই মত পিরের চেহেরা ও নক্সা ও নমুনা জিকিরের মৈদে ধেয়ান করাকে ফরজ জান্নেওয়ালার (জাননেওয়ালার) আকিদা ছুনুত জমাতের মণ্ডাফেক আছে কিশ্বা মখালেফ (বলুন); জার এমত আকিদা থাকে, তার পিছে নামাজ পড়া দোরস্ত আছে কি না। হক বয়্যান করেন। ছওব পাইবেন।

(১২৫)

অর্থাৎ তাহাতে জাহা ইয়াদ হইয়া জাইবেক ঐ সমস্ত দিনে গিড়া দিয়া রাখা। জেমন পুনরুজ্জীবিত হইতে ভুল না হয়*আর জেই অজ্ঞে সেই কর্মে ছুপ্তি জাহের হয় তবে ঐমতে আমলেআনিবেক। তবে কফিয়েত অর্থাৎ জাহা বাতাইয়া আছে তাহার লজ্জত ঐবেক্তির আদত ও গরীস উপলক্ষি ওকার হইবেক*আর জেই বেক্তি আপন আফিদাএমত প্রকার বয়ান করে জে সোগল বরজখ করা অর্থাৎ লায়লাহা ইল্লাল্লাহ জেকের করনের সময় পিরের ছুরত ধ্যান করা ফরজ আর এহি মসাহেদা বটে। কেননা জেমন ছুরত পিরের তেমন ছুরত আল্লার গার তার দলিলদেয় (খালাকাল্লাহ আদামা আলা ছুরতেহি) আর এহার মানি বয়ান করে জে আদমেরে আল্লা তাল্লা আপনার ছুরতের পরে পয়দা করি যাচ্ছে। এই আকিদা বেদাত ও হারাম বটে। কেননা জেকের নফি এছবাত অর্থাৎ (লাএলাহা ইল্লাল্লাহ) তামাম চিজকে নফি আর দূর করিয়া দেয়। আর জাত হক ছোবহানহর ছাবেত করে। অর্থাৎ আল্লা সেওয়ার পুজনের জুর্গ কিছুই নাই তবে এই জেকেরের রেস্তা মতে জখন সকল চিজের খেয়াল নফি ও দূর করা গেল ॥ তখন পিরের ছুরত কোথায় বাকি রহিল। আর পিরের ছুরত ধ্যান করা কখনহ মসাহেদা নহে। এবং পিরের ছুরত মেছালিকে ধ্যান করা ফরজ জানন ও সেই ধিয়ান করাকে মসাহেদার বরাবর বোঝান হকিকতে এ সমস্ত ছুরত পুরস্তি বটে ॥ এ সমস্ত মানা আর নাজাজজ জেমন কেতাব সফাওল আলিল তরজমা কওল জমিলে লেখা আছে। পিরের সাথে এতকাদ ও মহর্বত রাখা বড় উত্তম চিজ কিন্তু বেশি কমি করা হর ২ কামে খারাবির নিসানি এমত জেয়াদতিহ ভাল নহে জাহাতে ছুরত পুরস্তির নওবত পৌছে অর্থাৎ পিরের মহর্বত এমন জেয়াদতিহ ভাল নহে জাহাতে আল্লাতালার মহর্বতের তুলন গৌম করিয়া ধিয়ান করিতে থাকে আর সরিয়ত মহান্দিয়ার মখালেফ হইয়া জায়*আর পিরের ছুরতেরে জে আল্লার ছুরত আর নক্সা কহিয়াছে এহা নিদান্ত ঝুট আর কোফর বটে। কেননা জাত হক ছোবহানহর বে নগুনা ও বে নেসানি কোনো চিজ তার মেছেল আর তুলুনা দিবার জুর্গ নাই*জেমন পচিসই চেপারা ছুরা সুরার মৈন্দে আল্লা তালার করমাইয়াছে লায়চা কামেছেলেহি সাইওন ॥ আল্লা তালার মেছেল শেন চিজ নাই আল্লা বে নগুনা বে নেসানা সকল আয়েব হৈতে পাক নাতার মেছেল আর মানন্দ আছে অর্থাৎ আল্লার সাথে কোনো চিজের তুলুনা দেও জায়না*আর জেবেক্তি পিরের মহর্বত আর পিরের মহর্বতের ছুরত নাছুরস্ত জানে সে বেক্তি সরার খেলাফ অর্থাৎ পিরের ইয়াদ হও মাত্র মহর্বত আর মেক এতেকাদ হওকে না ছুরস্ত জানে সেই বেক্তি সরার খেলাফ। আর জেবেক্তি পিরের ছুরতেরে আচল মকছুদ জানে অর্থাৎ পিরের ছুরতেরে ধ্যান করিয়া আল্লার মহর্বতের বদলে দেলে গাঠিয়া রাখে সে বেক্তি হ সরার খেলাফ বটে*কেননা এই দোঙার মৈন্দে রছুল্লা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে অছালাম করমাইয়াছে আর আল্লা তাল্লা মাঈতেছি আমি তোমার কাছে মহর্বত তোমার আর মহর্বত ঐ বেক্তির জে মহর্বত করে তোমাকে ইতি ৩

(৩২)

ওয়ারেছ আমিয়া'র একটি মুদ্রিত পৃষ্ঠার ফটো কপি। কেতাবখানি
জনাব কবি মফাখখারুল ইসলামের সৌজানা প্রাপ্ত

* জগৎ *

এই সোগল বরজখ মজকুর, বেদাত ও হারাম বটে। কেননা, খোদ্ (লা এলাহা ইল্লাল্লাহ) আল্লা ছাড়া সকল চিজকে নেস্ত ও নফি করিয়া দেয়। তবে পিরের ছুরত কোথায় বাকি রহিল। আর সেই পিরের ছুরত ধেয়ান করা কখনহ (কখনও) মসাহেদা নহে। বলকে, মসাহেদা হৈতে ব্যাজ থাকা হয়। কেননা, জব তক দোছরা চিজের খেয়াল বাকি থাকে, তব তক মসাহেদা হুজুরি নহে। এ সমস্ত ছুরত-পুরস্তি (আকার-পূজা) বটে। জেমন তরজমা 'কওলল জমিলে' লেখিয়াছে, পিরের সাথে এতকাদ ও মহব্বত রাখা বড় ওমদা চিজ। কিন্তু বেসি কমি করা হয়, হরং কামে খারাবির নিসানি। এমত জেয়াদতিহ ভাল না। জাহাতে ছুরত-পুরস্তি নওবত পৌছে, আর সরিয়েত মহাম্মদিয়া খেলাফ হয়। পিরের ছুরতকে জে আল্লার ছুরত ও নক্সা কহিয়াছে, এহা নেহাত ঝুট্ ও কোফর বটে। কেননা, পচিসা ছেপারা ছুরা গুরার মৈন্দে আসিয়াছে জে, আল্লাতালার মানন্দ মেছেল কোন চিজ নাহি। আল্লাতারা হর আয়েব হৈতে পাক। না তার মেছেল মানন্দ আছে। না তার ছুরত-পুরত আছে। না তার নক্সা ও নমুনা আছে। এমত লিখিয়াছে, 'তকমিলল ইমানে'র মৈন্দে। আল্লা কোন জেছেম না। কোন জাতি চিজ না জে, সেই চিজ দিয়া আল্লার অজুদ বানাইয়াছে। ও কোন উপরি চিজ না জে, তাহা মিলাইয়া আল্লার অজুদ বানাইয়াছে। আর কোন ছুরত না, আর কোন চিজ মিলনিয়া না, আর আল্লা দুই চার দস এমন আদদ গণা না। আল্লা কোন মকানে না জে, ফলানা জাগায় আছে, ফলানা জাগায় নাই। আল্লাহ কোন জমানায় না জে, এই জমানায় আছে, ঐ জমানায় নাই। ইতি। 'সরা আকায়েদ নছফি'র মৈন্দে লিখিয়াছে— আল্লা কোন ছুরত না, অর্থাৎ কোন নক্সা-নমুনা না। জেমন মনিশ্বের (মানুষের) ছুরত, কি ঘোড়ার ছুরত। সে কোন খাস জেছেম না জে, তাহাতে হাছেল ও মালুম হয় জে, সে আল্লা কতখানি, আর সে কেমন, আর কত দুর লম্বা চৌড়া। ইতি। আর 'খালাকাল্লাহ আদামা আলা ছুরতেহি'র মানি জে, পয়দা করিয়াছে আদমেরে আল্লার ছুরতের উপর— কহিয়াছে, এহা নেহাত গলদ। মহদেছিন (মোহাদ্দেছিন) লোগে এহার মানি রকম ২ বয়ান করিয়াছে। কেহ বলিয়াছে, 'বানাইছে আদমেরে, আল্লাতারা আপনার ছেফাতের পরে।' কেহ বলিয়াছে, 'বানাইছে আল্লাতারা আদমেরে, সেই আদমের ছুরতের পরে।' পহেলাই পুরা খেলকাত করিয়া। না তার আওলাদের মত জে, পহেলা নোৎফা, পর লোহ, পর সকল বদন, পর পেট হৈতে বাহের করা। অর্থাৎ এ প্রকার আদমেরে বানায় নহে। বলকে, আদমকে জেমন ছুরত বানান ছিল, একি দফে সেই ছুরত-মুরত লম্বা-চৌড়া বানাইয়াছে। জে পিরের ছুরত ধেয়ান করা ফরজ কহিয়াছে, এই আকিদার মৈন্দে

রহনেওয়ালা, সপ্ত বেদাতের মৈন্দে গেরেণ্ডার আছে। কোন মামেলা— মছলমানের তার সাথে দোরস্ত নাহি। জেমন নেকা, দেনা-লেনা, আর পিছে তার নামাজ পড়া; ওগয়রহ কাম। তার আওরত বায়েন হইয়া জায়; জদি সে ছন্নত জমাতের হয়। পানা মাণ্ডি আমি। আল্লার সাথে এমন খারাব আকিদা, আর এমন নেরা বুট্ হৈতে। ইতি।

নকল মহর ও দস্তখত

* মহর

মওলানা দিন মহাম্মদ ছাহেব

হাফেজ মহিঅদিন

মহর

মহম্মদ জান, মহম্মদ আকবর

মুনসি ওছেলদ্দিন

দস্তখত

মৌলবি ছৈয়দ তালেব হোছেন ছাহেব

দস্তখত ফরিকায়ন

মির বন্দে আলি, মহাম্মদি মল্লিক,

রছুল মহাম্মদ, ছলতান বেপারি।^২

নমুনা - ৩

কি ফরমায়েন, ওলামায়ে দিন; মুণ্ডিয়ানে সরা মতিন। এই মছলাতে জে, এক বেক্তি কহে, ফানা ফেঙ্গেখের (ফানা ফিস্ শেখ-এর) মানি পিরের ছুরতের মৈন্দে আপনাকে ফানা করিয়া দেণ্ডা। আর তার দলিল আনে, 'রাবেতাল কলবেস্বেখ (কল্বে -বেশ্ শেখ)। তার মানি কহে পিরের ছুরত ধেয়ান করা। আরস হৈতে ফরস তক (অর্থাৎ আরস হৈতে আছমান ও সাত জমিনের নিচে তাতাছারা তক), পিরের ছুরত মহিত পায়। আর আপন হরকত-ছকুনত অর্থাৎ আপনা লড়াচড়া কাম-কাজ করা, কি চুপচাপ বসিয়া থাকাকে পিরের হরকত-ছকুনত জানে। এই তরিক, তার সরিয়ত মহাম্মদির তাছাওফের মতাবেক কি মখালেফ? বয়্যান করেন। ছগাব পাইবেন।

* জগাব *

উপরের তামাম কথা ‘ছুফিয়া বোজর্গ’ লোগের খেলাফ বটে। আর ফানা ফেঙ্গেখের মানি এই বটে জে, পিরের নেক আমল ধেয়ান রাখে। আর তার মতাবেক, নেক আমল করে। ইতি।^৩ মহর ইত্যাদি।

নমুনা - ৪

কি হুকুম করে দিনের আলেম সকলে। রহমত করেন, আল্লাতাল্লা আপনাদের উপর এই মছলাতে জে, কোনো বেক্তি আপন আকিদা অর্থাৎ মনগত ভাব এমত বয়্যান করে জে, মরসেদ কামেল হয়, আর মুরিদকে কামেল করিতে পারে; তার সাথে মহব্বত আর তাজিমের ছেফতের সাথে দেল মত ওজ্জা করা। আর সেই মরসেদ দূর থাকার ছববে তার ছুরত মেছালিকে আপনা ছামনে খেয়াল করিয়া পিরের ছবেতের ফায়দার মন্তেজের থাকা। অর্থাৎ জেই ছুরতে পিরে তালিম করিত ও বাজে ২ মছলা, অজু, গোছল ওগয়রহ বাতাইত; সেই সমস্ত তালিমের মন্তেজের থাকা বজর্গ (বুজর্গের) নিসানি। আর উত্তম তরিকা আল্লাহর তরফ নজদিগ হওয়ার জৈন্নে। এই ছুরতে এই বেক্তির আকিদা দুরন্ত আছে কিনা। হক বয়্যান করেন। ছগাব পাইবেন।

* জগাব *

এই বেক্তির আকিদা দোরন্ত আর ছহি বটে। জেমন কেতাব ‘মামুলাত মজহরিয়া’র মৈন্দে কেতাব ‘ছের রেস্তা দৌলত’ হৈতে লিখিয়াছে; সেই কেতাব তছনিফ আরেফ নামি মওলানা আবদুর রহমান জামি ছাহেবের। তাহার তরজমা এই জে, জেই পির মসাহেদার মোকামে পৌছিয়া থাকে, আর আল্লাতাল্লার জাতের তাজল্লির খবরদার থাকে, এমন পিরের মলাকাত পাও, এই হদিছের মতাবেক জেকেরের ফায়দা দেয় ॥ সেই হদিছের অর্থ এই। অলি আল্লা সেই লোগ, জাহাকে দেখিলে, খোদা ইয়াদ পড়ে ॥ জেকেরের ফায়দা হাছেল হয়। সেই পিরকে দেখা মাট্রেই আল্লা ইয়াদ পড়িয়া জায়। সেই পিরের ছহবতে হাজের থাকা, এই হদিছের মত, আল্লাতাল্লার নজদিগির ফায়দা দেয়। সেই হদিছের মানি এই। অলিআল্লা লোগ খোদার নিকট বসনিয়া বেক্তি। এমন পিরের ছহবতে হাজির থাকিলে, ঐ ছহবত

মজকুরের তাছির, তাহার মৈন্দে আসে। অর্থাৎ দুনিয়া ভুলিয়া জায়। হামেসা আন্নার সাথে নজদিগি হয়। পর জখন এমন কোনো বুজরুগ কামেল-পিরের মলাকাতের দৌলত আর ছহবত নছিব হয়; তার ছহবতের তাছির আপনার মৈন্দে পাএ। তবে জাহাতক পারে, সেই কামের নেগা রাখে। জেই কামের তাছির আপনার মৈন্দে পাইয়াছিল। আর জদি সেই কামের তাছিরে কোন নোকছান জাহের হয়; অর্থাৎ সেই কামের তাছির জাইতে থাকে; তবে সেই পিরের ছহবতে ফিরিয়া রুজু করে। সেই পিরের ছহবতে হাজের হয়। তবে সেই পিরের ছহবতের বরকতে জেকেরের ফায়দা হাছেল হইবেক। আন্না ইয়াদের তাছির ফিরিয়া সাবেক মতন হাছেল হইবেক। এমত প্রকার জদি সেই পির গায়েব থাকে, তবে তার ছুরত মেছালিকে খেয়ালে আনিয়া তামাম কুওত ও হাওাছ জাহেরি-বাতেনির সাথে, আপনা দেলের তরফ মতওজ্জা হইবেক। আর-সকল চিজের খেয়াল, জাহা দিলে আসে, সব দুর করিবে। তবে কফিয়েত, অর্থাৎ পিরে জাহা বাতাইয়া থাকে, তাহার লজ্জত ও তাছির— ইয়াদ হইয়া গায়েবি আর বে-খুদি জাহের হইবেক। সকল খেয়াল দুর করিয়া আপনা ভুলিয়া ঐ কফিয়েতের লজ্জত ও তাছির, জাহা পরদা পড়িয়া ভুল হইয়াছিল, তাহা জাহের হইয়া ইয়াদ হইবেক। এই রকম মামেলা বার২ করিলে মাল্কা ও অব্বাস হইবেক। ঐ কফিয়েত ও লজ্জত পাক্কা হইয়া দেলের কুওত মজবুত হইবেক। জেকেরের ফায়দা হাছেল করিবার জৈন্নে এহা হৈতে উত্তম কোন রাস্তা বেসি ও করিব নাহি। এমত বলত হইতেছে, জে-মুরিদের এমন লেয়াকত হয় জে, কামেল মরসেদ আপন তওজ্জার খেমতায় ও তছর্রফের ছববে, পহেলা ছহবতেই মুরিদের মসাহেদার মরতবায় পৌছাইয়া দেয়। মামুল খান্কা সমছিয়ার এমত ছিল জে, পির কাছে না থাকার ছুরতে সেই পিরের ছুরত মেছালিকে; অর্থাৎ জে ছুরতে তালিম করিয়াছে, তাহাকে আপনা ছামনে খেয়াল করিয়া মন্তেজের থাকে। (আর) ঐ কফিয়েতের, অর্থাৎ পিরে জাহা বাতাইয়া থাকে, সেই জেকেরের ফায়দার মন্তেজের থাকে। জেই লজ্জত পিরের সাক্ষাতে হাছেল হইত; খেয়াল করে। জখন সেই লজ্জত, জাহা পিরের খেদমতে হাছেল হৈত; তাহা হাছেল হয়। তাহাতে আপনাকে গাঠে। তাহাতে জাহা ইয়াদ হইয়া জাইবেক ঐ সমস্ত দিলে গিড়া দিয়া রাখা। পুনরায় (পুনরপি) তাহাতে ভুল না হয়। আর জেই অঞ্চে সেই কর্খে ছুস্তি জাহের হয়, তবে ঐ মতে— আমল এই বেক্তির আকিদা দোরস্ত আর ছহি বটে। জেমন কেতাব ‘মামুলাত মজহরিয়া’র মৈন্দে কেতাব ‘ছের রেস্তা দৌলত’ হৈতে লিখিয়াছে, সেই কেতাব ‘তছনিফ আরেফ’ নামে মওলানা আবদুর রহমান জামি ছাহেবের। তাহার তরজমা এই জে, জেই পির মসাহেদার মোকামে পৌছিয়া থাকে, আর আন্নাতালার জাতের তাজন্নির (তজন্নী) খবরদার থাকে, এমন পিরের মলাকাত পাও এই

হদিছের মতাবেক জেকেরের ফায়দা দেয়। সেই হদিছের অর্থ এই— ‘অলি আল্লা সেই লোগ জাহাকে দেখিলে খোদা ইয়াদ পড়ে, জেকেরের ফায়দা হাছেল হয়’। সেই পিরকে দেখা মাত্রই আল্লা ইয়াদ পড়িয়া জায়। আর সেই পিরের ছহবতে হাজের থাকা এই হদিছের মত; আল্লাতালার নজদিগের ফায়দা দেয়। সেই হদিছের মানি এই— ‘অলি আল্লা লোগ খোদার নিকট বসনিয়া বেক্তি, এমন পিরের ছহবতে হাজির থাকিলে ঐ ছহবত মজকুরের তাছির তাহার মৈন্দে আসে’। অর্থাৎ দুনিয়া ভুলিয়া জায়। হামেসা আল্লার সাথে নজদিগি হয়। পর জখন এমন কোন বজরগ (বোজর্গ) কামেল পিরের মলাকাতের দৌলত আর ছহবত নছিব হয়, আর তার ছহবতের তাছির আপনার মৈন্দে পাএ; তবে জাহা তক পারে, সে কামের নেগা রাখে। জেই কামের তাছির আপনার মৈন্দে পাইয়াছিল। আর জদি সেই কামের তাছিরে কোন নোকছান জাহের হয়; অর্থাৎ সেই কামের তাছির জাইতে থাকে; তবে সেই পিরের ছহবতে ফিরিয়া রুজু করে এবং সেই পিরের ছহবতে হাজির হয়। তবে সেই পিরের ছহবতের বরকতে জেকেরের ফায়দা হাছেল হইবেক। আল্লা ইয়াদের তাছির ফিরিয়া সাবেক মতন হাছেল হইবেক। এমত প্রকার জদি সেই পির গায়েব থাকে, তবে তার ছুরত মেছালিকে খেয়ালে আনিয়া তামাম কুওত ও হাওাছ জাহেরি-বাতেনির সাথে আপনা দেলের তরফ মতওজ্জ হইবেক। আর সকল চিজের খেয়াল, জাহা দিলে আসে, সব দূর করিবেক। তবে কফিয়েত অর্থাৎ পিরে জাহা বাতাইয়া থাকে, তাহার লজ্জত ও তাছির ইয়াদ হইয়া গায়েবি আর বেখুদি জাহের হইবেক। অর্থাৎ সকল খেয়াল দূর করিয়া আপনা ভুলিয়া ঐ কফিয়েতের লজ্জত ও তাছির জাহা পরদা পড়িয়া ভুল হইয়াছিল, তাহা জাহের হইয়া ইয়াদ হইবেক। এই রকম মামেলা বার বার করিলে মালকা ও অব্বাস হইবেক। অর্থাৎ ঐ কফিয়েত ও লজ্জত পাক্কা হইয়া দেলের কুওত মজবুত হইবেক। জেকেরের ফায়দা হাছেল করিবার জৈন্নে এহা হৈতে উত্তম কোন রাস্তা বেশি ও করিব নাহি। এমত বহুত হইতেছে জে, মুরিদের এমন লেয়াকত হয় জে, কামেল মরসেদ আপন তওজ্জার খেমতায় তছর্রফের (তাছাওফের) ছববে পহেলা ছহবতেই মুরিদে মসাহেদার মরতবায় পৌছাইয়া দেয়। মামুল খানকা সমছিয়ার এমত ছিল জে, পির কাছে না থাকার ছুরতে, সেই পিরের ছুরত মেছালিকে, অর্থাৎ জে ছুরতে তালিম করিয়াছে, তাহাকে আপনা ছামনে খেয়াল করিয়া মন্তেজের ঐ কফিয়েতের অর্থাৎ পিরে জাহা বাতাইয়া থাকে, সেই জেকেরের ফায়দার মন্তেজের থাকে। জেই লজ্জত পিরের সাক্ষ্যাতে হাছেল হইত, খেয়াল করে। জখন সেই লজ্জত জাহা পিরের খেদমতে হাছেল হৈত, তাহা হাছেল হয়; তাহাতে আপনাকে গাঠে আনিবেক। তবে কফিয়েত

অর্থাৎ জাহা বাতাইয়া আছে, তাহার লজ্জত ঐ বেক্তির আদত ও অব্বাস (অভ্যাস) উপলব্ধি (উপলব্ধি) ও কাবু হইবেক। আর জেই বেক্তি আপন আকিদা এমত প্রকার বয়ান করে জে, সোগল বরজখ করা অর্থাৎ ‘লায়লাহা ইল্লাল্লাহ্’ জেকের করনের সময় পিরের ছুরত ধ্যান করা ফরজ; আর এহি মসাহেদা বটে। কেননা জেমন ছুরত পিরের তেমন ছুরত আল্লার। তার দলিল দেয় (খালাকাল্লাহ আদামা আলা ছুরতেহি); আর এহার মানি বয়ান করে জে, আদমেরে আল্লাহতালার আপনার ছুরতের পরে পয়দা করিয়াছে— এই আকিদা বেদাত ও হারাম বটে। কেননা, জেকের ‘নফি এছবাত’ অর্থাৎ (লা এলাহা ইল্লাল্লাহ্) তামাম চিজকে নফি আর দুর করিয়া দেয়। আর জাত হক — ‘ছোবহানহ’র ছাবেত করে। অর্থাৎ আল্লা সেওয় কুজনের জুর্গ (যোগ্য) কিছুই নাই। তবে, এই জেকেরের রেস্তা মতে জখন সকল চিজের খেয়াল নফি ও দুর করা গেল; তখন পিরের ছুরত কোথায় বাকি রহিল। পিরের ছুরত ধ্যান করা কখনহ মসাহেদা নহে। পিরের ছুরত মেছালিকে ধ্যান করা ফরজ জানন, ও সেই ধিয়ান করাকে মসাহেদার বরাবর বোঝন; হকিকতে এ সমস্ত ছুরত-পুরস্তি বটে। এ সমস্ত মানা; আর না-জায়জ। জেমন কেতাব ‘ছফাওল আলিল’ তরজমা ‘কওলল জমিলে’ লেখা আছে— পিরের সাথে এতকাদ ও মহব্বত রাখা বড় উত্তম চিজ। কিন্তু বেসি-কমি করা হর২ কামে খারাবির নিসানি। এমত জেয়াদতিহ ভাল নহে; জাহাতে ছুরত-পুরস্তির নওবত পৌছে। অর্থাৎ পিরের মহব্বত এমন জেয়াদতিহ ভাল নহে, জাহাতে আল্লাতালার মহব্বতের তুল্য গৌণ্য (গৌণ) করিয়া ধিয়ান করিতে থাকে। আর সরিয়ত মহান্মদিয়ার মখালেফ হইয়া জায়। পিরের ছুরতেরে জে আল্লার ছুরত আর নক্সা কহিয়াছে, এহা নিতান্ত ঝুট আর কোফর বটে। কেননা, জাত হক, “ছোবহানহ”র বেনমুনা ও বেনেসানি কোন চিজ তার মেছেল আর তুলুনা দিবার জুর্গ (যোগ্য) নাহি। জেমন পচিসই ছেপারা ছুরা শুরার মৈদে আল্লাতালার ফরমাইয়াছেন— “লায়ছা কা মেছেলেহি সাইওন”। আল্লাতালার মেছেল কোন চিজ নাহি। আল্লা বে-নমুনা, বে-নেসানা। সকল আয়েব হৈতে পাক। না তার মেছেল আর মানন্দ আছে। অর্থাৎ আল্লার সাথে কোন চিজের তুলুনা দেও জায় না। জে বেক্তি পিরের মহব্বত আর পিরের মহব্বতের ছুরত না-দুরস্ত জানে, সে-বেক্তি সরার খেলাফ। অর্থাৎ পিরের ইয়াদ হও মাত্র মহব্বত আর নেক এতকাদ হওকে না-দুরস্ত জানে, সেই বেক্তি সরার খেলাফ। জে-বেক্তি পিরের ছুরতেরে আছল মকছুদ জানে; অর্থাৎ পিরের ছুরতেরে ধ্যান করিয়া আল্লার মহব্বতের বদলে দেলে গাঠিয়া (গাঠিয়া) রাখে; সে-বেক্তিই সরার খেলাফ বটে।

কেননা এই দোণার মৈন্দে রচুল্লী ছালাল্লাহ আলায়হে অছালাম ফরমাইয়াছে, 'আয় আল্লাতলা মাঙিতেছি, আমি তোমার কাছে মহব্বত। আর মহব্বত ঐ বেক্তির জে মহব্বত করে তোমাকে। ইতি।^৪

নমুনা - ৫

তামামি সোগল-বেদাতির মৈন্দে সোগল বরজখ বটে। মতাখেরিন পিছলা লোগের মৈন্দে বহুত রকমে২ তরিকা মসহুর হইয়াছে। আর উক্ত সোগল-বরজখের ছুরত এই জে, দেলের ওহুওহা দুর করনের জৈন্নে, আর দেল, খাতের জমা করনের জৈন্নে, মরসেদের ছুরতেরে জে আন্দাজ চাই, খুব তাইন ও তাছাৰ্খছের (?) সাতে। অর্থাৎ পিরের রঙ ও ডউল গঠন, নাক, মুখ, চক্ষু, কান, দাড়ি, মোচ, চুল, হাত, পাও, খুত, তিলা জেখানে জে দাগা আছে, সেই সমস্ত ঠীক করিয়া খেয়ালের মৈন্দে হাজের করিয়া— দেলে খুব জমাইয়া ঠারাইয়া রাখে। যার আপনে তামাম আদব আর তাজিমের সাতে আপনা তামামি হেফাতে মরসেদের ছুরতের তরফ মতওজ্জা হয়। জেমন বড় আদাব আর তাজিমের সাতে মরসেদের হামনে বসিয়াছে; দেল বেলকুল সেই খেয়ালি ছুরতের দিগে মতওজ্জা করে। পিরের ছুরতের খেয়াল ছাড়া আর কোন তরফ দেল জাইতে না পারে। আর হাল এই সোগল-বরজখের মূর্তির আহওয়াল হৈতে মালুম করা চাই। কেননা, মূর্তি বানান বড় শক্ত গুনা— কবির বটে। সেই মূর্তির দিগে তাজিম আর বুজরগির সাতে দেখন আলবত্তা হারাম বটে। এবরাহিম আলায়হেছালামের কওল, জাহা আপনা কওমেরে কহিতেন, জে— 'কি হে এই সকল মূর্তি জার হামনে তোমরা এত্কাফ করো।' অর্থাৎ 'আদবের সাতে মূর্তির হামনে মাথা ঝোকাইয়া বসিয়াছ।' এই আয়েত মতলক দলিল ক'রে, এই কথার পরে; জে সুরতের হামনে এত্কাফ করা মানা বটে। অকুফের মানি এই জে, হুজুরি লাজেম করা। বসিয়া কি খাড়া হইয়া তাজিম আর আদব আর মহব্বতের সাতে বটে। এই কথায় সক নাই জে, জে-বেক্তি জাহেরি মুরতির ছুরতের কাছে, এই কাম করে; অর্থাৎ তাজিমের সাতে বসে, কি খাড়া হয়, সেই বেক্তি আলবত্তা গুনাগার হয়।

ঐ গুনাগারের কামে আর এই ছালেক পিরের ছুরত ধেয়ান করনেওলার কামে তাফাওত এতখানি বটে জে, পৈলা মূর্তির ছুরত রঙিন হয়, কাগজের উপর কিম্বা আর কোনো মাটি, কি পাথর, কি মম (মোম), কি আর কোনো চিজের উপর হয়; দোছরা

মুর্তির পুরা ছুরত চামড়ার রং ও ডউল গঠন, দাড়ি, চুল, মোচ, নাক, মুখ, চক্ষু, কান, খুত, খাল, হাত, পাও গুণগরহ তামাম বদনের খেয়াল— কাচ্চা দাড়ি, পাক্কা দাড়ি তক খেয়ালের সাথে দেলের উপর রহিবেক। জদিহাত এই রকম ধেয়ান করা জাহেরিতে ছুরত-পুরস্তি নাই। কিন্তু বাতেনে ছাপ ছুরত-পুরস্তি বটে। কেননা, কাগজের ছুরতে এতখানি দেলের খেয়ালে গাড়ে না, জতখানি খেয়ালি ছুরতে দেল খারাপ করে। জাহেরি মুর্তি খালি নজরে দেখা মাত্র, কিন্তু দেলের কিছু খারাব করে না। খেয়ালি ছুরতে ছের ছে পাও তক তামাম বদনের দেলে জমাইয়া গাড়িতে হয়। এই আন্দেসাতে তার দেল রাত-দিন রয়, তবে আদ্বার খেয়াল দেলে (?) মস্কেল (মুশ্কিল)। এহা সেওয় এ দোন ছুরত বেজান মুর্তিরহ জান নাই। খেয়ালি ছুরতেহ জান নাই। এহাতে খেয়ালি ছুরতে বহুত জেয়াদা খারাবি হয়, জাহেরি ছুরত হৈতে। কেননা, এহাতে দোন ছুরতের মৈন্দে ফরখ ও বেস-কম হৈতে পারে কিনা। কিন্তু এই রকমে মুর্তির ছুরত জাহের সবার কামে নোখান ও খলল হয়। দোছরা খেয়ালি ছুরতে জাহেরি, সবার কামে কিছুই নোকছান পৌছে না। কিন্তু খেয়ালি ছুরতে জে আন্দাজ খারাবি ঐ ছুরত ধেয়ান করনেওলার নফছে তাছির হয়। তাহা দোছরা খেয়ালি ছুরতে পহেলা মুর্তির ছুরত হৈতে বহুত খারাবি জেয়াদা বটে। তবে, এই জৈন্নে চাহে জে, খেয়ালি ছুরত ধেয়ান করা হারাম হয়। এই ফন দেখন চাই জে, এই অর্থ মতে সোগল-বরজখের রেওজে নাকেছ লোগেরে মুর্তির ছুরতের তাজিম করার দজ্জা তক পৌছায়। আর জাহেরি মুর্তি বানাইয়া মুর্তিওলা লোগ জে সমস্ত তাজিমের কাম, ঐ ছুরতের ছামনে করে, সেই তাজিমের কাম, ঐ খেয়ালি ছুরতের ছামনে আদায় করে। তা ছাফ বোত-পোরস্ত হৈয়া জায়। সোগল-বরজখ অর্থাৎ পিরের ছুরত ধেয়ান করার খিচিয়া জাও, এই আমল করা ছাফ হারাম বটে। (তাক্কে) কিছু সোবা নাই। পর এহা বি দেখন চাই জে, হারাম হয়। কেননা, সরিয়ত মহম্মাযার মৈন্দে মুর্তির ছামনে তাজিমের সাথে খাড়া হও ও, ছুরত-পুরস্তি ও মুরতি বানা মতলক মানা হৈয়াছে। আর দোছরা সরিয়তে, অর্থাৎ আগিলা নবির অস্তে বাজে দরকারের জৈন্নে দুরস্ত ছিল। জেমন, কার নফসার হাল দরয়াগু (দরিয়াগু) করানের জৈন্নে কিয়া কার (কারো) ছুরত মরদার কি জেন্দার গায়েব থাকার জৈন্নে। পরে জখন সরাওলায় মুর্তি বানাইতে এই আন্দাজ এহতেয়াত ও মানা করিয়াছে। তবে সরিয়তের তাবেদার জারা আছে, তাগ (তাগো) চাই জে, সেই মানা ও এহতেয়াতের তরিকা আমল করিয়া সোগল-বরজখ পিরের ছুরত ধেয়ান করাকে হারাম ও বেদাত জানে। জেই বেক্তি পয়গাম্বর ছাহেবের খছলত ও তরিকের উপর খবর রাখে, সেই বেক্তি জানিয়া লিবে জে, জদি এই পিরের ছুরত ধেয়ান করার ফতওয়ার কথা হজরতের জমানায় কেছ জিজ্ঞাসা করিত, তবে আলবত্তা এই ছুরত ধেয়ান করিতে হজরত মানা করিত। ছুরত ধেয়ান করা হারাম, সেই অস্তে জাহের হৈত। অর্থাৎ কেছ হজরতের অস্তে জিজ্ঞাসা করে নাই, এ জৈন্নে তিনি কি

ফরমায় নহে। হজরতের অঙ্কে এই পিরের ছুরত ধ্যেয়ানের নাম-নিসানহ ছিল না জে হুকুম দেয়। সে রছুলের হুকুমের দলিল আনে। ইতি।”^৫

নমুনা - ৬

কি ফরমায়েন দিনের আলেম সকলে। রহমত করে আল্লা তালা আপনাদের পরে। জদি কোন বেক্তি হেকারতের সাথে কোরান সরিফেরে সাঁপের মন্তর, আর কোরানের হাফেজেরে ‘সাঁপের ছাও’ বলে; এই ছুরতের ঐ বেক্তি সরাসরিফের মতে গুনাগার হয় কিম্বা কি হয়? বয়্যান করেন। ছগাব পাইবেন।

* জগাব *

সেই বেক্তি গুনাগার কি মানি, বলকে কাফের হৈয়া জায়। কোরান সরিফে, হেকারত করনের ছববে জেমন ‘ফতওয়া আলমগিরি’র মৈন্দে লিখিয়াছে, কোরান সরিফে তাজিম করা গাজেব (ওয়াজেব) বটে। আর কোরান সরিফেরে হেকারত করা কোফর বটে। আর এই মত, ফেকার সকল কেতাবে লিখিয়াছে। কোরানেরে ছোট জানন, কি হেকারত করন, কোফর বটে। আর দিনের এলেম ও আলেমেরে এহানত ও সেকায়েত বদনামি করাহ কোফর বটে। দিনদার আলেমের সানেরে বুরা কথা কহা, কোফর বটে। জেমন এই কথা ছাপা নাহি, ঐ বেক্তির উপর, জে বেক্তি ফেকা কেতাবের উপর থোড়া গউর করিয়াছে। এহি হুকুম কেতাবে। আর আল্লাতালা বহত বেহতের জান্নেওলা।^৬

নমুনা - ৭

“বাঙালা হরফে ফারছি লফজ লিখিয়া দম দিবার বয়্যান।”

“লাহুত আলমে জাত এলাহি আস্ত, ছালেকেরাদরা মকামে ফানা ফিল্লা হাছেল মে সওদ ও লাহুতেরে জে বেক্তি, মাবদ কহে, সেই বেক্তি কুফর।”

কবি ঐ রচনাকে ব'লেছেন— “বাঙ্গালা হরফে লেখে ফারছি এবারত।”^৭

পাদটীকা : ৫. ওয়ারেছ আশিয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১,-৩৩।

৬. ওয়ারেছ আশিয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬।

৭. ওয়ারেছ আশিয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৩।

নমুনা - ৮

কি হুকুম করেন দিনের আলেম সকলে। আর সরিয়তের তাবেদার মুণ্ডি সকলে। রহম করে আল্লাতাল্লা আপনাদের পরে। এই কথাতে জে, এক বেক্তি কহে জে, লাহত কহে খোদ জাত, পাক মাবুদের। দোছরা বেক্তি কহে জে, লাহত কহে এক মকাম মনিশ্বের সরিরে আছে। জে বেক্তি লাহতেরে মাবুদ জানে, সেই বেক্তি কাফের। এই দোন বেক্তির কে ছাচ্চা কহে; আর কে ঝুটা কহে। কার আকিদা কোফরের; কার আকিদা ছন্নত জমাতের মওফেক? মাতবর কেতাবের ছুরতে, এই দোন বেক্তির উপর, কি হুকুম হয়। বয়্যান করেন। ছণ্ডাব পাইবেন।

* জণ্ডাব *

জে বেক্তি কহে, লাহত নাম এক মকামের মনিশ্বের সরিরে আছে, তাহা মাতবর কেতাব জেমন 'কামুচ' ও 'ছোরা' ও 'মন্তুল আরব' ও 'কাস্ফল্লগাত' (কাস্ফ-অল্ লোগাত) ও 'কানজল্লগাত' (কানজ-উল লোগাত) ও 'মন্তুখাব' ও 'মন্তুজব' ও গয়রহ কেতাবে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই সব কেতাবে এহা পাণ্ডা যায় জে, লাহতের আছল জড় 'লাহোন' বটে। আর গাও (ওয়াও), আর তে-হরফ. লাহতের লফ্জের মৈন্দে জেয়াদা করিয়াছে। যেমন লফ্জ রহ্মত ও রগ্বুত আর আছল রহ্মত, আর রগবুতের 'রহমোন' ও 'রগবোন' বটে। এই কথায় মালুম হৈল জে, লাহত নাম, আল্লাতালার বটে। জে বেক্তি লাহতের নাম এক মাকামের মনিশ্বের সরিলে (শরীরে) কহে। সেই বেক্তি বেএলেম। তার কথা মানন চাই না। আর জে বেক্তি লাহতের নাম, খোদ জাত-পাকের কহে, সেই বেক্তি ছাচ্চা। জে বেক্তি 'গেয়াছ লোগতে'র বরাতে 'মকাম' বলিয়া দিয়াছে, সেই বেক্তি ঐ 'গেয়াছ লোগতে'র এবারত বোঝে নাই; আর গেয়াছের এবারত এই বটে যে, লাহত নাম, জাত-পাক এলাহির বটে। ছালেকের সেই হালতের ছববে পাক-নামের মহব্বত ও সওক হাছেল হইয়া ফানা ফেল্লার মরতবা হাছেল হয়। তবে 'মাকাম' লফ্জের এবারতে জে গেয়াছের মৈন্দে জাহের আছে, তাহা তালিমের তঙ্গির (তঙ্গির?) জৈন্নে বটে। কেননা, এসব হুজুরি ফানা-বাকার মকামের বয়্যান। বহুত তুল দেখিয়া মখতচ্ছর (মোখতছর) মকাম ফানা ফেল্লার লেখিয়া দিয়াছে। 'কাস্ফল্লগাত', আর 'কানজল লগাতে'র মৈন্দে লাহতের মানি হায়াত অর্থাৎ 'হামেসা জেন্দা রহ্নেওলা' লেখিয়াছে। এহাতেহ (ইহাতেও) লাহতের মানি ঐ আল্লার নাম ছাবেত হৈল। সেই আল্লা বিনে হামেসা কার (কারও) জেন্দেগি বাকি নাহি। ফকত।^৮

নমুনা - ৯

কি হুকুম করেন দিনের আলোম সকলে। এই মছলার মৈন্দে জে, আলমে লাহুত, 'হাদছ' অর্থাৎ নয়্যা হৈয়াছে কিম্বা কদিম অর্থাৎ পুরান জদি নয়্যা হয়, তবে জে বেক্তি আলম-লাহুতেরে কদিম অর্থাৎ আলমে জাত-এলাহি, জানে; তাহার উপর সরিয়েতের রাস্তায় কি হুকুম জারি হয়। অর্থাৎ তাহার উপর সরিয়েতের রাস্তায়, কোফর ছাবেত হয় কিনা। ব্যয়ান করেন। ছণাব পাইবেন।

* জণাব *

'গেয়াছ লোগাতে' লিখিয়াছে জে, লাহুত— আলমে জাত-এলাহি বটে। ছালেক লোগেরে তাহাতে ফানা ফেল্লার মকাম হাছেল হয়। ইতি। আর তাছাওফের কেতাব, 'মকতুবাত ছদি' জে, হজরত সরফুদ্দিন আহমদ বেন এহিয়া (বিন ইয়াহিয়া?) মনেরি বেহারির তছনিফ, তাহাতে লেখিয়াছে জে, আলম-লাহুত, এক আলম বে-নেসান বটে। জে তার কিছু নেসানি জাহেরিতে নাহি। জখন বান্দা সেই মকাম তক পৌছে অর্থাৎ হক তা'লার মসাহেদা হাছেল হয়, তখন সেই বান্দা আপনে ভুলিয়া যায়; আপনা বদনের খেয়াল বাকি থাকে না। তাকে খোদ জাত-মাবুদেরে ছুফি লোগের বুলিতে 'আলমে লাহুত' বলে। 'আলমে লাহুতে'রে 'আলম-মেজাজি' বলে। আছল নহে। তবে, হকতা'লার জাত-পাক আর তার তামামি নাম কদিম আজলি হামেসগি বটে। জেমন এহার খোলাছা 'কোতব কালাম'; অর্থাৎ আকায়েদের কেতাব। জেমন 'আকায়েদ নছফি' ও 'আকায়েদ তম্হিদ'। আর 'সরা ফেকা আকবর' ওগয়রহ কেতাবে আছে। তবে জেই বেক্তি 'আলম-লাহুতে'রে 'কদিম' আর 'জাত মাবুদ' জানে, সেই বেক্তি হক্কানী ও ঠীক হণ্ডা আকায়েদের কেতাবের ছুরতে ছাবেত হৈল। আর জে বেক্তি 'আলমে লাহুতে'রে 'হাদছ' অর্থাৎ নয়্যা হনেওলা এত্কাদ করে, কি একিন জানে, তাহার উপর আলবত্তা কোফর হণ্ডার ডর আছে। আকায়েদ আর ফেকার অর্থাৎ আকিদার কেতাব ও ফেকার কেতাবে এহার ব্যয়ান খুব লিখিয়াছে। আর এমন এতকাদ রাখনেওলাকে বেদাতি কহিয়াছে। ছুনুত জমাতের আকিদার খেলাফ লেখিয়াছে। জদি কোন বেক্তি নাদানির ছববে 'আলমে'র লফ্জের ধোকাতে পড়িয়া 'আলমে লাহুতে'রে 'হাদছ' এত্কাদ রাখে, তবে সেই বেক্তিকে, চাই জে— জলদি এই এতকাদেরে আপন দেল হৈতে খুদিয়া নিকলিয়া ফেঁকে। আর জলদি তোবা (তওবা) করিয়া আপন বিবির নেকা এহুতয়াতান দোহরাইয়া লেয়, জেমন 'ফতওয়া আলমগিরি'র 'কেতাবছোউরে'র (কেতাব-উছ-ছউর-এর) নওই (৯ই)

বাবে লেখা আছে। আর জেই বেক্তির উপর কোফর ছাবেত হয়, তাহার উপর হুকুম করা জাইবেক তোবার (তওবার)। আর সেই কাম হৈতে বাজ (বাদ) থাকে। আর হুকুম করা জাইবেক নয়্যা নিকা করিয়া লওর। অর্থাৎ আপন বিবির সাতে নিকা দোহুরাইয়া লওর। এমত লিখিয়াছে মহিত কেতাৰে। ইতি। হক্কের তালেবের উপর, এই কথা বহত আছান বটে। আল্লা তালা বহত বেহুতের জান্নেওলা”।^৯

নমুনা - ১০

ফকির কেরামত আলি জৌনপুরির তরফ হৈতে জে সমস্ত দিনি ভাই এই ফকিরের সাতে হাজেরানা কি গায়েবানা মহব্বত রাখে, আর আপন এমামের মজহবের 'পরে মজুবুত আছে, আর হজরত মরসেদ বরহক হৈয়দ আহমদ কোদেছা ছের্হুর সাতে এত্কাদ রাখে, আর তার কেতাৰ 'ছেরাতল মস্তাকিমে'রে ছাচ্চা কেতাৰ জানে; বাদ ছালাম আলায় কোম ও রহমতল্লাহে ও বরাকাতহুকে মতালেয়া ফরমাইবেন; জে, হাজি ছাকুর ছাহেব সাকিম মবারক পুরির জবানি (জবানিতে) মালুম হৈল জে, মৌলবি ফয়জুল্লা ছাহেব আজম গড় হাজি ছাকুরের কাছে কহিয়াছে জে, 'ইজাহল হক' এক রেছালা রদ; তাহা রদ করাতে আমারঘ মুখে তামাচা লাগিয়াছে। তুমি মৌলবি ছাবেবের কাছে অর্থাৎ এই ফকিরের কাছে হাত জুড়িয়া আমার তরফ হৈতে কহ জে, জেই মতে “ইজাহল হক্ক”রে রদ করিয়াছে, সেই মতে ঐ কেতাবেরে ছহি লেখিয়া দেই। কেননা, এই কেতাৰ ছহি বটে। আমাকে দিয়া গলতি হইয়াছে জে, আমি তারে রদ করিয়াছি। এতখানি লেখিলেই সকল কাম ঠীক হইয়া জাইবেক। এখন তক কিছু বিগড়ে নাহি। আর এই কথাহ কহিল জে, আমি কোন মকামে 'ইজাহল হক্ক'র তহকিক করনের জৈন্যে লেখিয়াছিলাম, জে এই কেতাৰ কার তছনিফ; তবে তিন জনা মৌলবি জে বড় ২ মাতবর আছে, তারা হলফ করিয়া লেখিয়াছিল জে, এই কেতাৰ 'ইজাহল হক'; মওলানা মহাম্মদ ইছমাইল ছাহেবের তছনিফ। আর সেই মকামের নাম, হাজি ছাহেব বলিলেন, জে, আমার ইয়াদ নাহি। তবে এই কথা সুনিয়া আমার বড় আফছোছ হৈল জে, আমি 'এতমিনান কুলুবে'র মৈন্দে 'ইজাহল হক্ক'র খারাবি আর লা-মজহাবি জাহের করিয়া দিয়াছি। আর ফেকা কেতাবের মছলার জে 'ইজাহল হক্ক'র মৈন্দে রদ লেখিয়াছে? তাহা খুলিয়া দিয়াছি। আমার মরসেদ হজরত হৈয়দ আহমদ কোদাছা ছের্হুর কেতাৰ 'ছেরাতল মস্তাকিমে' জেই ২ মকামের রদ— 'ইজাহল হক্ক'র জেই মকামে করিয়াছে, তাহা খুলিয়া লেখিয়াছি

জে, 'ছেরাতল মস্তাকিমে'র মছনুফ হজরত মরসেদ ছৈয়দ আহমদ ছাহেব বটে। সেই কেতাব 'ছেরাতল মস্তাকিমে'র লেখনেওলা মওলানা মহম্মদ ইছমাইল মরহুম বটে। 'ইজাহল হক্কে'র মছনুফ কোনো দোছরা মৌলবি ইছমাইল হইবেক। কেননা, 'ইজাহল হক' জদি মওলানা মহম্মদ ইছমাইলের তছনিফ হৈল, তবে 'ছেরাতল মস্তাকিম'হ তাহার হাতের লেখা। তবে 'ইজাহল হক্কে'কে, 'ছেরাতল মস্তাকিমে'র রদ কি প্রকার লিখিল। আপন হাতের কেতাব ভাল মনিষ কি, পাগলেহ রদ করে না। এই কথায় আমি কি বুঝা করিয়াছি। আমিত আপন মরসেদ আর মওলানা মহম্মদ ইছমাইলের ছুনত জমাত মজহাব হওর লোগেরে খবরদার করিয়া দিয়াছি। আর 'ইজাহল হক্কে'র মছনুফের লা-মজহাবি, আর আমার মরসেদের সাথে তার দুশুনির (দুশমনির) হাল খুলিয়া দিয়াছি। এইক্ষন হাজার২ তাজ্জব এই জে, 'ইজাহল হক্কে'র জে 'ছেরাতল মস্তাকিমে' রদ আছে, তাহাতে মৌলবি ছাহেবের মুখে তামাচা লাগিল না জে, 'এতমিনান কুলুবে'র মৈন্দে 'ইজাহল হক্কে'র রদ দেখিয়া তার মুখে তামাচা লাগিয়াছে। এখন মৌলবি ছাহেব মম্দুহ আর সকল মছলমানেরে উচিত এই জে, 'ইজাহল হক' আর 'ছেরাতল মস্তাকিমে'র দোনার ঐ মকামেরে দেখে। আর খুব দরয়াগু করে জে, 'ইজাহল হক্কে'র মছনুফের 'ছেরাতল মস্তাকিমে'রে রদ করিয়াছে কিনা। জদি রদ করিয়া থাকে, তবে আপন মরসেদ হজরত ছৈয়দ আহমদ ছাহেবের কেতাব 'ছেরাতল মস্তাকিমে'রে হক জানে। তার উপর আমল করে। আর 'ইজাহল হক্কে'রে ঝুট্ জানে। আজব তামাসার কথা এই জে, দোনা কেতাব না মিলাইয়া আর, হক তহ্কিক না করিয়া আমাকে কহিয়াছে জে, আমি 'ইজাহল হক্কে'রে ছহি লেখিয়া দেই। এখন সকল মছলমান লোগে এন্ছাফ করো জে, আমি আপন মরসেদ হৈতে জে এক পঞ্চাস বস্বর (বৎসর) হৈতে এত্কাদ রাখি। তবে সেই এত্কাদেরে আমি কোন্ ঝুটা, জাহেল, লা-মজহাব গোম নামের লেখনে কি প্রকার ছাড়িয়া দেই। আর এমন আন্দা হৈয়া জাই যে, 'ইজাহল হক্কে'র রদ হওতে আমাকে তামাচা লাগে। 'ছেরাতল মস্তাকিমে'র রদ হওতে তামাচা না লাগে। এই কথা সকল ছুনত জমাতের লোগ, খাছ করিয়া ওজিব (ওয়াজিব) লোগ গউর করিয়া দেখে। আর এমন ঝুটা কেতাবের ফেরেবের জাল হৈতে মছলমানেরে বাচায়। এই ক্ষন এই কথা খুব খেয়াল করা চাই জে, জখন 'ইজাহল হক'ওলা 'ছেরাতল মস্তাকিমে'রে রদ করিয়াছে, তবে এখন, 'ইজাহল হক্কে'র মোছানুফ মওলানা মহাম্মদ ইছমাইল মরহুমেরে ছাবেত করা কি ফায়দা? কেননা, এহাতে তার আপন লেখা 'ছেরাতল মস্তাকিম' রদ হৈয়া গেল। আপন হাতে আপন কেতাব রদ করিল, এমন ঝুট্ কথা কে এত্ভার করে? আর জদি এই কথা ছাবেত হয় জে, 'ইজাহল হক' মওলানা ইছমাইলের তছনিফ; তবে এহাতে কি ফায়দা হৈল। আর জঙলে বেল পাকিলে

কাণ্ডর বাপের কি ফায়দা? ‘ছেরাতেল মস্তাকিম’ত কখনহ রদ হওয়ার না। ফোক্ত (ফকত) মওলানা ইছমাইলের উপর আয়েব লাগিয়া জাইবেক। এই রকমে মৌলুদ সরিফ আর কেয়ামের মছলাতেহ ‘ইজাহল হক্কের’ মত্কাদ লোগের টেড়া ছমুঝের; হাল বুঝিয়া লও। আর মৌলুদ সরিফ আর কেয়ামেরে জে বেক্তি মানা করে কিম্বা মক্কা-মদিনা সরিফের লোগের উপর তান করে, আর তার আয়েব তালাস করে, কিম্বা একজন এমামের মাইন করিয়া তকলিদ করাকে ওজের না কহে, কিম্বা ফেকাহি মছলার কেতাবের উপর আমল করাকে ওজের না জানে; তবে তার মৈন্দে খামাখা লা-মজহাবি আর ওহাবিপানার কোন্ কথা আছে। আমি ‘মলখছ’ কেতাবের মৈন্দে মৌলুদ সরিফেরে পচিস আলেম এমামের কউল আর ফেল হৈতে, আপন তরিকার পেসণা লোগের কওল হৈতে, আর তওরেছ হৈতে; অর্থাৎ মক্কা- মদিনার খাছ লোগের চাল হৈতে ছাবেত করিয়াছি; মৌলুদের মানা করনেওলা ফোক্ত এক বেক্তি ফাখানি মালেকি বটে। তবে জমাতের ছামনে এক-দোকার কি এত্বার? কেয়ামেরে এক মজতাহেদ আর মক্কা সরিফের দুই মাওমাদ বেক্তি আর নামি আলেম কদিমের ফতওয়া হৈতে আর বড়া ২ মাতবর কেতাব হৈতে, আর তওরেছ হৈতে ছাবেত করিয়াছি। এই কেয়াম অর্থাৎ মৌলুদ সরিফের মৈন্দে খাড়া, তাজিমের জৈন্নে বটে। এই জৈন্নে জে, এহার আছল হজরত বিবি আয়সা ছিদ্দিকার হদিছ হৈতে ছাবেত করিয়াছে। এই ক্ষন এক কথা বড় ফায়দার, এয়াদ রাখা চাই জে, লফজ মৌলুদেন্নবিতে তাজিম মজাফ বটে। মজাফ মানি কোন চিজ। কোন বড় মরতবাওলা চিজের তরফ নেছবত করা। নেছবত কোন বড় চিজের তরফ করে। অর্থাৎ জখন কোন চিজের যেমন বয়তুল্লা অর্থাৎ আল্লার ঘর। আর আবদল খলিফা অর্থাৎ বাদসার গোলাম। খোলাছা এলাকা কোন ভারি মরতবাওলার সাথে লাগায়, তখন ঐ চিজের তাজিম ছাবেত হয়। যেমন মৌলুদ নবি আলায়হেছলামের আর হজরতের বাল মবারক ন আর নালায়েক সরিফ ওগয়রহ তাজিমের চিজ। জেমন আল্লার ঘর কিম্বা বাদসার গোলাম। তবে, এই জায়গায় ঘরের তাজিম আর গোলামের তাজিম ছাবেত হৈল। এই জৈন্নে আসক লোগ রছুলল্লা ছাল্লাল্লা আলায়হে অছাল্লামের মৌলুদের তাজিম করনেওলার তরফ বটে। মৌলুদের তাজিমে মহেব লোগ খাড়া হয়। মৌলুদেরে কিছু নামাজ কি মাবুদ জানিয়া খাড়া হয় না, খুব খেয়াল করে। তবে জারা ধোকা খাইয়াছে, তারা তোবা করে। আর মৌলুদ সরিফেরে মানা করনেওলার সাথে বেরাদরির এলাকা তুড়িয়া ডালে। তার সাথে মেল-জোল না রাখে। আর এই জাফত, ফেকারত করনের জৈন্নে নহে। হেকারত করনের জৈন্নে কখন হয়, জখন কোন চিজের নেছবত কোন ছোট আর হকির আর জলিল, না-কদর খারাৱ চিজের তরফ করে। জেমন ‘ওলেদল হাজ্জাম’ (ওয়ালেদ-উল্

হাজ্জাম), অর্থাৎ হাজ্জামের বেটা; জে চাহে এই কায়দাকে মজ্জুর (মোখতছর?) মানি, কেভাবে দেখে। এই কথা জখন সমুঝে আসিয়া গেল, তখন লফজ কহিয়া মৌলুদ সরিফেরে হেকারত করা দোরস্ত হইবেক না। মৌলুদ বেদাত ছেয়া কিম্বা মকরু আর এমত কহা কখনহ দোরস্ত হইবেক না। এই রেছালা-মৌলুদের বাতেল করনের জৈন্নে জেমন এক রেছালার নাম কোন বেক্তি রাখিয়াছে 'গায়েতল কালাম ফি এরতালে আমলেল মৌলুদ ওল (উল) কেয়াম'। পয়ার। এহাতে বড়া বারিক কালাম বাতেল করিতে আমল মৌলুদ কেয়াম; পয়ারের তাকিয়াতো খুব মিলিয়াছে। কিন্তু ইমানের কি হাল হৈল, তার মালুম নাহি। এই কথা বাহেছ আর জবানি তক্রির করিয়া কেছ বাতেল করিতে পারিবেক না। জব তক মজ্জুর মানির মজমুনেরে তার বরাবর কোনোক কেতাব হৈতে কেছ রদ না করে। এখন এই এক মজমুন হৈতে তোমরা ওহাবির মজহাব আর তার এলেমের হকিকত বোঝো। কেতাবের নাম মকরুর করাতে তো তার এই হাল হৈল। এই কথায় তোমরা তার সব আকিদা আর এলেম, আর মছলার হাল দরয়্যাগু করো। কেয়ামের মানা এখন তক কোনো কেতাবে পাণ্ডা যায় না। নতুন ওহাবি লোণে জে, আপনার রেছালাতে কেয়ামেরে মানা লেখিয়াছে কিম্বা এখন কোনো জাহেল মুরক্ষ মানা করে, তবে তার কথা কে সোনে? 'রেছালা মলখছ' জলদি ছাপিয়া আসিতেছে। ইনশা আল্লাতালা সেই কেতাবে সকল হকিকত খুলিয়া জাইবেক। আর এই কথা সকলের উপর জাহের আছে জে 'হরমেন সরিফেন' অর্থাৎ মক্কা মাজমা (মক্কা মোয়াজ্জমা) আর 'মদিনা মনুওরা' (মদীনা মনোয়ারা) দিনের দেশ বটে। তবে জেই মজহাব মক্কা-মদিনা নাহি, সেই মজহাব সুন্ন লতার মতো বেজড় জানো। তার জড় ও সিকর নাই। সেই কথার কোন ছন্দ ও দলিল নাই। দিলে একিন রাখো জে মক্কা-মদিনার আলেমের ভারি জমাতের পয়রবি করনেই বড় বাচাও; নতুবা আর কোন দলিল জাহেরি নাহি। আর 'রদ্দল মখতারে'র তিছরা জিলে 'বাবল বোগা'তে, তিন সও নও ছফাতে খারিজি লোণ, জার উপর খরুজ করে, তার কাফের হওয়ার জে এতকাদ রাখে, এই কথার ব্যয়ানে লেখিয়াছে। জেমন জাহের হৈয়াছে আমাদের জমানাতে, আবদুল ওহাবের তাবেদারের মৈন্দে জে, নজদ হৈতে নিকলিয়াছিল। আর মক্কা-মদিনার উপর গালেব হইয়াছিল। তারা ফেরেব করিয়া আপনাকে 'হাম্বলি মজহাব' কহিত। কিন্তু তারা এতকাদ রাখিত জে, তারাই মছলমান। জারা তার এতকাদের খেলাফ এতকাদ রাখে, তারা সকল মসরেক। এই এতকাদের ছববে ছন্নত জমাতের লোণের আর ছন্নত জমাতের আলেমের কতিল (কতল) করা, মোবা করিয়াছিল। এহা তক আল্লা তা'লা তার হসমত দবদবাকে (দবদবাকে) তুড়িয়াছে। তাহাদের লড়াইর বড় ধুম ও হছরত জে লোণের দিলের মৈন্দে সান্দিয়াছিল, সেই সকল নিকলিয়া গেছে। আর

খুব মারা গেছে। আল্লাতালা খারাব করিয়াছে তার সহর, আর তার উপর ফতে দিয়াছে, মছলমানের লস্করকে। বার সত তেত্তিস (তেত্রিশ) হিজরিতে ফায়দা হেজাজের জমিনে ছেওয়— জেই জমিনে, তাহাকে নজ্দ বলে। ‘মেক্সাত সরিফে’র বাদে জেকের ‘আয়মন স্বামে’র পহেলা ফছলে আখেরিতে, ‘বখারি’র (বোখারি) রওয়ায়েতওলা (ওয়ালা) হদিছ জে, এবনে ওম্মর হৈতে রওয়ায়েত করিয়াছে, তাহাতে রছুলল্লা ছাল্লাল্লা আলায়হে অছাল্লাম ফরমাইয়া আছে (ফরমাইয়াছে) নজ্দের মৈন্দে ভুই চাল ও জল্জলা আর ফেত্না হইবেক। আর নজ্দ হৈতে সয়তানের লস্কর আর সয়তানের মদদগার লোগ নিকলিবেক। এই খাকছার কহে জে, এই কথা রছুলল্লা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে অছাল্লাম মাজেজার মতো ফরমাইয়াছিল। সেই মতোই জাহের হইয়াছে। অর্থাৎ নজ্দ হৈতে ওহাবি লোগ নিকলিয়া কত২ জায়গায় ফেত্না-ফছাদ ডালিয়া গোমরা করিয়াছে। এহা তক ওহাবির ফেত্না এই মুল্লুকেহ পৌছিয়াছে। আল্লা চাহে এখান হৈতেহ ওহাবি লোগ নিকাল জাইবেক। ফের এখানের ওহাবি লোগ ভি কয় ফের্কা আছে। এক ফের্কা ঐ লোগ, জারা কোন এমামের মজহাবের তাবেদারি করনেওলাকে মসরেক জানে। আর মসরেকের উপর জে আয়েত উতারিয়াছে, সেই আয়েত ঐ মজহাবের তাবেদারের উপর পড়ে। আপনে কোন এমামের তাবেদারি করে না। এহারা ‘লা-মজহাব’ মানে না। মজহাব মহম্মদিয়া কহলায়। এই সমস্ত লোগ দিল্লি, বানারস, আজিমাবাদ, সুরুজগড়, কলিকাতা, ঢাকা আর রামপুর— বুওলিয়ার এলাকাতে গায়২ নিকলিয়াছে। দোছরা ফের্কা, এমামের তাবেদারি করে। জেমন পুরানা ওহাবি লোগ, আপনারা ‘হাম্বলি মজহাব’ কহিত, তেমন এই লোগহ আপনাকে হানিফি মজহাব কহে। জেমন বাঙালাতে ঢাকা আর ফরিদপুর আর বরিসালের এলাকাতে গায়২ দুধা মিঞার গোরোর লোগ নিকলিয়াছে। চাটগায়ের এলাকাতে বাজে গায় মখলেছ রহমানের গোরো আর ভি কয় কেছেম ওহাবি লোগ আছে, (তাদের) এক গোরো আখের জহর (জোহর) মানা করে। এক গোরো মৌলুদ ও কেয়াম মানা করে। এক গোরো পরের জৈন্নে এস্তুখারা করিয়া গায়েবদানি দাবি করনেওলা। এক গোরো পির-পোরস্ত; পিরের ছুরত ধ্যান করনেওলা। এক গোরো, সামা-পোরস্ত। এক গোরো আতস-পোরস্ত; ধামাল করনেওলা। এক গোরো মনাফেক; ছামনে কেব্লা-কাবা, পিছে গিল্লা-গিবত করনেওলা। এক গোরো মরজি মত চল্লেওলা। হাজার আলেম কহিলেহ, সেই কথা সুনিবেক না। এক গোরো জালেম; ঘর পোড়া, নাও ডুবা, মোছলমানের উপর জুলুম করনেওলা। এই মত দেসে রকম২ ওহাবি গোরো গায়২ নিকলিয়াছে। তাহাকে চিননের নিসান এই জে, তারা আপন গোরো ছাড়া সকলেরে মসরেক জানে। জদিহাত জাহেরিতে মসরেক না কহে; কিন্তু

বাতেনে এই আকিদা পুরা আছে। এই জৈন্সে চার মজহাবগুলার সাথেই তারা নামাজ পড়ে না ও তার জবেহ খায় না। জদি স্বাতহ তার সাথে নামাজ পড়ে। কিন্তু কোনো মছলায় এখতেলাফ হওয়ার সময় আপন গোরোর সেওয়া কার (কারো) কথা মানে না। জেমন হিন্দুস্তান ও বাঙালার ওহাবির মৈন্দে এখন্তক (এখন তক) সেই পুরানা এত্কাদ পুরানা ওহাবির মৌজুদ আছে। জে চাহে সে আজমাস করিয়া লেয়। তাহার নজির এই জে, এই লোগ আপন গোরো ছাড়া সকলেকে মসরেক ও কাফের জাননের ছববে আপন গোরো ছাড়া কোনো আলেমের কথা মানে না। এহা তক তাষি আছে জে, কোনো আলেমের ওজ সুনিলে কি তার পিছে নামাজ পড়িলে— তারে জুতা মারে, কি জরিমানা করে, কি তার দাওত বন্দ করে। মক্কা-মদিনার আলেম, তামাম দুনিয়ার আলেমেরে পেট পালনেওলা আর ইংরাজের আলেম কহে। এহা তক নৌবত পৌছিয়াছে জে, রামপুর-বোঙলিয়াতে এক দাগাবাজ দিল্লি হৈতে গিয়া রহিয়াছে। সে বলে জে, মৌলুদ সরিফ বেদাত ছেয়া বটে। আর তাহাতে খাড়া হওয়ার ছববে কহিতেছে জে, (নাউজবিলাহে) রুমের বাদসা, মক্কা-মদিনার তামাম আলেম আর সকল লোগ মসরেক বটে। নবি জে ফরমাইয়া গেছে জে, বেসক আল্লা তা'লা জমা করে না; আমার উম্মতেরে গোমরাহির উপর। 'মেকাত সরিফে' লিখিয়াছে জে, এই এক খাছিয়েত আছে জে, আল্লাতাল্লা এই উম্মত মরহুমাকে তার সাথে খাছ করিয়াছে। জে-কথার উপর এই উম্মতের লোগ এত্তেফাক করিবেক; সেই কথা হক হইবেক। পুরা হদিছ মেকাতের সরা 'আস্ আতল্লামায়াতে বাবল এতেছামবেল কেতাব ও ছুনুতা'র দোছরা ফছলে দেখে। তবে, এই হদিছের মখালেফ করিয়া ওহাবি লোগ আপন গোরোর লোগেরে দুই-তিন জনের নাম লইয়া কহে জে, ফলানা ফলানার কথা মানো। জদি মছলা জিজ্ঞাসা করা হয়, তবে ঐ দুই-তিন জনের কাছে পুছিয়া লও। আপন গোরো ছাড়া আর কার (কারো) কাছে পুছিও না। এই এক ভারি দাগাবাজি। এই এক কথা ঐ দাগাবাজ ফেরেবি লোগের ফছাদ হৈতে বাচনের জৈন্সে কেফায়েত বটে। ভালা কি ছবাব জে, মক্কা-মদিনা জেখানে কেয়ামত তক দিন থাকনের খোস-খবরি রছুলল্লা ছাল্লাল্লাহু আলায়হে অছাল্লাম দিয়াছে; সেখানের আলেমের জমাত আর এই মুল্লক হিন্দুস্তানের সকল আলেমের জমাতের কথা মানিতে; আর তার কাছে মছলা পুছিতে আপন গোরোর লোগেরে মানা করে। আর আপন গোরোর দুই, তিন, কিষা চার-পাঁচ আলেমের কথা মানিতে; আর তার ঠাই মছলা পুছনের তাকিদ করে। আর এই কথা জাগায় ২ লেখিয়াহ পাঠায়। তবে ছুনুত জমাতের মজহাবের হাজারো আলেমের জমাতেরে ছাড়িয়া আপন গোরোর দুই-তিন জনেরে চুনিয়া লও, আর আপন মতকাদেরে তার ছফরদ করা, এই তার আপনা ওহাবিপানা। আর লা-মজহাব হওয়ার ছাফ একরার

করা। আর ছন্নত জমাতের গোরো হৈতে জুদা হৈয়া যাও বটে। এইক্ষন এক কথা বড় কামের। তোমরা সুনিয়া লও। জেমন এক বেক্তি ভাল পাক্কা সোনা এক সের আনিয়াছে, আর সহর-গায়ের লোগের কাছে কহে জে, তোমরা পঞ্চগস কি সও সোনারের কাছে আমার সোনা লইয়া যাও। সোনার লোগ জালাইয়া সুরাখ করিয়া পাথরে ঘসিয়া লয়। যদি ভাল হয়, তবে সোল টাকা করিয়া তোলা, আমার সোনা খরিদ করো। আর দোছরা এক বেক্তি এক সের পিতল গিলটি করিয়া আনিয়াছে। পালাইয়া ২ কোনো সাদান লোগের কাছে কহে জে, আমার সোনা বহুত ভাল। আমি সতর টাকা করিয়া তোলা বেচিতেছি। তোমরা ফিরিও না। আমার ঠাঁই খরিদ করিয়া লও। জখন কোনো খরিদার খাড়া হয়, আর কহে জে, ‘আচ্ছা, আমার সাথে চলো। আমি দস-বিস সোনারেরে তোমার সোনা দেখাইয়া জাচাই করিয়া সকল সোনা খরিদ করিয়া লইব।’ তখন সেই বেক্তি বলে জে, ‘তামাম জাহানের সোনারু কানা; খালি আমারি চক্ষু আছে। আর আমার সাথে ফালানা ফালানার চক্ষু আছে। জদি তোমার খরিদ করন হয়, তবে আমার চক্ষে দেখিয়া সোনা খরিদ করিয়া লও।’ এখন ভাই-লোগ এন্ছাফ করিয়া কহ জে, এই দুই জনের মৈন্দে কোন বেক্তি ঠগ? এমন ঠগের কথা কোন আকেলমন্দ্ কবুল করিবেন কিনা? আমি কহিতেছি জে আমার কথাকে হিন্দুস্তান আর বাঙালার হাজার হাজার ছন্নত জমাতের আলেমের কাছে, আর মক্কা-মদিনার তামাম আলেমের কাছে আমি তামাম দুনিয়ার ছন্নত জমাতের আলেমের কাছে জাচাই করিয়া তহকিক করিয়া লও। জদি ছাচ্চা হয়, তবে মানিয়া লও। জদি ঝুটা হয়, তবে আমার কথা মানিও না। বল্কে আমাকে সেই কথার খবর করো। তাকে আমিহ সেই কথা হৈতে তোবা করি। জার কথা ঝুট হয়, তারে ঝুটা জানিয়া ছাড়িয়া দেও। আর হকিকতে কেয়ামত তক, উম্মত লোগের মৈন্দে জত এখ্তেলাফ হইবেক, সকলের ফয়ছলাও হজরতে ফরমাইয়া গেছে। মক্তচ্ছর ফয়ছলা এই জে, এক হদিছ জে পহেলা মজকুর হৈয়াচে, আর দোছরা হদিছ জে, এখন জে লেখিতেছি, সব এখ্তেলাফের ফয়ছলা করনের কেফায়েত বটে। দোছরা হদিছ এই জে, ‘মেক্কাতে মছাবি’র বাব ছওাব ‘হাজেহেল উম্মত’র দোছরা ফছলে আনাছ রাজিয়াল্লা হৈতে রওয়েত আছে। সে কহিয়াছে জে, রছুলল্লা ছল্লাল্লাহ আলায়হে অছাল্লামে ফরমাইয়াছে; ‘আমার উম্মতের মেছেল জেমন মেঘের মত বুঝা জায় না জে, পহেলা মেঘ বেহ্তের আর ফায়দা দেনেওলা জেয়াদা। কিষা তার আখেরি মেঘ বেহ্তের ফায়দা দেনেওলা। ‘আস্আতল্লামাযা’তে জে এই হদিছের সরা আছে, তার খোলাছা এই জে, সকল উম্মত বেহ্তের। জেমন মেঘ সকলহি বেহ্তের আর ফায়দা দেনেওলা। তেমন এই উম্মতহ বেহ্তের হওাতে সব বরাবর— ছাহাবার জমানা হৈতে কিয়ামত তক, ছারা উম্মত নেক হওাতে বরাবর

বটে। তবে, পহেলা হদিছ আর এই হদিছের মজমুন মিলিয়া এই কথা ছাবেত হৈল জে, ছাহাবার অক্ত হৈতে কিয়ামত তক জেই জমানার উম্মত লোগ, জেই কথার উপর এত্তেফাক করিবেক, সেই কথা, গোমরাহি হইবেক না। তবে, এক জায়গায় দুই-চাইর জনের বাহেছ-বগড়া করনে, আর হার-জিত করতে কোনো ফায়দা নাহি। এইত জান বাচানের হেকমত। আছল কথা ঐ জাহা দোনো হদিছে মালুম হয়। তবে জেই বেক্তি আপন কথা উম্মতের এত্তেফাক দেখাইবেক, তারে তামাম জমানার লোগে চিনিয়া লইবেক জে, এই বেক্তি ছাচ্চা। জেমন মৌলুদ সরিফ আর খাড়া হওয়ার মছলা। মৌলুদ ও মৌলুদের মৈন্দে খাড়া হওয়া মক্কা-মদিনার আলেম লোগে করে কি না, আর তামাম মুল্লকের ছুনত জমাতের আলেমে মৌলুদ ও কেয়াম করে কি না। জদি করে তবে আমি ছাচ্চা। জদি না করে, তবে আমি বুটা। আর জদি মক্কা-মদিনা মৌলুদ-কেয়াম থাকে, আর জেই কথা, জেই কাম, মক্কা-মদিনার আলেমে করে, সেই কামকে মানা করনেওলা বেসক বুটা, দাগাবাজ। এই রকম মুরিদ হওয়ার মছলা, আর অজুদিয়া কিম্বা হামাওস্ত কহনেওলার মছলা কিম্বা পিরের ছুরত ধ্যান করা, কাগজের মুরতি ধ্যান করা, লাহুতের মানি সরিরের মৈন্দে কোনো মকাম বলা, লা-মজমার মজহাবকে বেদাত কহনেওলা, খারিজি জুমা মানা করনেওলা, আখের জহর মানা করনেওলা, বেনামাজির জানাজা মানা করনেওলা। কিম্বা রোছমি বেদাত ফাতেহা ওগয়রহ আল্লার নজরকে দোরস্ত কহনেওলা, মৌলুদ ও কেয়ামের বেদাত ছেয়া কহনেওলা ওগয়রহ মছলাতে এই রকম কেয়াছ করিয়া লও। জাচাই করিয়া বুঝিয়া লও, কে ছাচ্চা, কে বুটা। ছাচ্চা রাহা ধরো, বুটা রাহা ছাড়ো। ‘তওজি’ ‘মজালেছল আবরার’ আর ছুনত জমাত মজহাবের বহুত বহুত কেতাবে এই কথা ছাবেত আছে জে, মুরাদ সকল উম্মত মতলক হৈতে ছুনত জমাতের বটে। ছুনত জমাতের ঐ লোগ বটে, জে তরিকা তার রছুল আলায়হেছালামের আর তার আছহাব রাজিআল্লা আনহুমের তরিকা কহয়। এহাতে বেদাতওলা মুরাদ নাহি। তবে এই জাগা হৈতে মক্কা-মদিনা কতক ছারে ছুনত কও জমাতওলা আলেমের ছাড়িয়া জারে রছুলল্লা ছল্লাল্লাহু আলায়হে অছাল্লাম আপন উম্মত ফরমাইয়া আছে। নজদের গোবোর দুই, তিন কি চার পাচ জনের কাছে— জারে হজরত সয়তানের লঙ্কর ফরমাইয়াছে। তার কাছে মছলা পুছন আর তার মজহাবের উপর চলন রছুলল্লা ছল্লাল্লাহু আলায়হে অছাল্লামের মখালেফি খোলাখুলি করা বটে। মছলমান ভাই, আমি তোমাদের বড় খয়েরখাহি করিয়াছি জে, এই রেছলা ফয়ছেলাতে ঠগ লোগেরে চিনাইয়া দিয়াছি। আমার হক্কে দোওা করিবেন। অচ্ছালাম।^{১০}

নমুনা - ১১

কি হুকুম করেন দিনের আলেম সকলে। রহম করে আল্লাতালা আপনাদের 'পরে। এই মছলাতে জে, সহর চাটগাও, কলিকাতা, সুধারাম গুগরহ সহরে, জুমার বাদে এফতেয়াতের জৈন্নে আখের জহরের নিয়তে চার রেকাত নামাজ পড়ন দোরস্ত আছে কি না?

* জগাব *

পহেলা জানা চাই জুম্মা আদা করনের জৈন্নে জে মেছের সরত আছে সেই মেছেরের তারিফ জাহের মজ্হাবে মতাবেক এই 'কোহেস্তানি কেতাবে' আছে। হদ ছহি এতমাদ করা গেছে। তার উপর জে মেছের হর এক এক সহর বটে। জারি করা জাবে। তাতে আহ্‌কাম আর কায়েম করা জাবে। দিনের হদ সকল জেমন জগাহের কেতাবে আছে, জাহের মজ্হাব মেছের ঐ চিজ বটে। জে তাহাতে লোগের জমাত, জামে মছজেদ, বাজার আর মুণ্ডি, বাদসা আর কাজি কায়েম ক'রে হদ সকল চালায় দিনের আহ্‌কাম। অছুল দিনের এলেমের কেতাব, ফেকা, তার মতাবেক এবাদতের কাম চালাইতে পারে। আর পোছে মমকান, তার মিনার, মকান তক। 'কাজি খান' কেতাবে আছে; না হবে কোন জাগা মেছের জাহের রওাতে। কিন্তু এই জে হবে, তাতে মুণ্ডি আর কাজি জে কায়েম করে, হদ সকল; আর জারি করে আহ্‌কাম আর পৌছে মকামে; তার মিনার মকান তক। আর 'দরল মোক্তারে' (দোরল মোখতার) আছে, জার জাহের মজ্হাবে জে মেছের হর জাগা বটে। তার জৈন্নে আমির আর কাজি রহে। তাদের হয়, তারা হদ সব কায়েম করনের উপর। 'রদল মুহতার' (রদেল মোহতার?) কেতাবে লেখে 'সরা মনিয়া' কেতাবে কহিয়াছে, আর হদ ছহি ঐ চিজ বটে। জে এস্তেয়ার করিয়াছে, তারে খেদাইয়া; কেতাবগালা জে মেছের ঐ জাগা জে তার জৈন্নে আর কাজি হয়; জে জারি করে আহ্‌কাম আর কায়েম করে হদ সব; ইতি। বহত ফকি, আলেম, মতাখেরিনের জারা এস্তেমার করিয়াছে। মেছেরের তারিফ; সেই তারিফ এই। 'দরল মোক্তারে' আছে, আর সরত কহিয়াছে— জুম্মা ছহি হওয়ার জৈন্নে সাত চিজ পহেলা মেছের; আর মেছের ঐ চিজ বটে। জে সামাই না হয়, সে জাগার বড় মছজেদে, তার রহনেওয়ালা জারা মকল্পেফ। আকেল, বালেগ, মছল্লম সরিয়তের হুকুম জার উপর কায়েম হয়; ইহার উপর বহত ফকি লোগের ফতওয়া আছে, 'মজ্তবা' কেতাবে লেখে হাকেমের হুকুমে ছুস্তি জাহের হওয়ার জৈন্নে; আর সরা 'সরা বেকয়্যা'তে ('শরে বেকায়্যা'তে) আছে, এখ্তেলাফ করিয়াছে, বহত ফকি-লোগের মেছেরের তারিফে। বাজে

ফকি-আলেমের নজদিগ ঐ মৌজা হয়। এই কওল তক; আর বাজে ফকি-আলেমের নজদিগ মেছের এক জাগা আছে, জখন এক গাটরা হয়, সেই জাগার রহনেওলা তার বড় মছজেদের; আর তার গুঞ্জায়েস না হয়। সেই মছজেদের মৈন্দে বন্দ। এক্জয়ার করিয়াছে, মছনুফে এই কওলকে কহিয়াছে। আর জেই জাগা জে না সামাই করে, বড় মছজেদে, সেই জাগার রহনেওলাকে, সেই মেছের বটে। জখন দোন তারিফে এক্জেলাফ আছে, মজকুর সকল সহরে পহেলা তারিফের মানি মতাবেক মেছের হয় না। দোছরা তারিফের মানি মতাবেক মেছের ছাদেক ও ছাবেত হয়। এ জৈন্স সক উপস্তিত হইয়াছে, জুম্মা আদায় করনে। অতয়েব এহতেয়াতের জৈন্সে আখের জহর পড়ন জায়েজ আছে। বল্কে বাজে ছুরতে ও ওাজেবহ আসিয়াছে। ‘রদল মহ্তারে’ ছাহেব ‘দরল মক্তারে’ তেরোই কওলের নিচে লেখিয়াছে। সেই কওল এই— বছ (ব্যাস) নামাজ পড়িবেক। অর্থাৎ জুম্মা আদায় করিবেক। তারপর, আখের জহর পড়িবেক। আর বাহর্বরায়কে (?) কহিয়াছে— এহতেয়াত চাই না। তাহা করিবে। কেননা, ঐ আমল করা পাক্সা দুই দলিলের সাতে আখের তক আমি কহিতেছি। আর তাতে নজর আছে। বল্কে, ঐ এহতেয়াত আছে মানিতে ওহদ হৈতে নিকলিতে একিনের সাতে। অর্থাৎ দোনো ফরজের ভারি বুঝ হৈতে খালাছ পাইবেক। কেননা, জায়েজ হও জাগা-বর-জাগা জুমার নামাজ পড়া জদিম্বাত গালেবতর আছে, আর পাক্সা মাতবর দলিলের মতাবেক জায়েজ আছে। কিন্তু এহাতে বড় সোবা আছে। কেননা, তার খেলাফ রওয়ায়েত করা গেছে। আবু হানিফা রহমতুল্লা হৈতে আরও এক্জয়ার করিয়াছে, তাহাকে তাহাবিআ তমরতাছি আর ছাহেব মক্তারে— এতাবি তাবে এজহার করিয়াছে। আর এহি ছাফাইর মজহাব বটে। মালেক হৈতে মসহুর আছে, আর এক রওয়ায়েত আহমদ হৈতে আছে জে, বয়ান করিয়াছে, তারে মকদ্দাছ আপন রেছালা নুর সামাতে জহরের মৈন্দে জুম্মার; বল্কে কহিয়াছে, ছাফাই মজহাবের একজন ছুবকি; জে ঐ কওল বহুত আলেমের বটে। ঐ কওল কোনো ছাহাবা আর তাবেইন হৈতে মহ্ফুজ নাই। জায়েজ বলা জাগা-বর-জাগা জুম্মা হওর ছববে। তহ্কিক জানিয়াছ তুমি মসহুর কউল, আর সেই কউল জাহের রওয়ায়েত বটে। সরা ‘মনিয়াতে জওমেল ফেকা’ হৈতে। সেই কউল জেয়াদা জাহের বটে। এমামের দুই রওয়ায়েত হৈতে, ‘নহর’ কেতাবে আর ‘হাবি মকদ্দছি’ কেতাবে কহিয়াছে, তার উপর ফতোও আছে। তকমেলা রাজির কেতাবে ও বেহি নাখেজ আছে। আখের তক বাছ সেই কউল এই অক্জে মজহাবের মৈন্দে মতেমদ বটে। কউল জইফ না; সরা মনিয়াতে কহিয়াছে, সে এহতেয়াত বটে। কেননা খেলাফ আছে জায়েজ হওনে তাদাদ— আর না হওনে তাদাদের পাক্সা দলিল বটে।

আর ছহি জায়েজ জরুরতের জৈনে ফতওয়ার জৈনে মানা করে না। মসরু হওা এহুতেয়াত পরহেজগারির জৈনে আখের তক এহার উপর আমি কহিয়াছি। জদিক মানন জায়, জইফ হওা তর বহু বাহির হওা— খেলাফ হৈতে, তার বেহুতের বটে। কি প্রকার ঐ সব এমামের খেলাফের সাথে আর হদিছ মওফেক আলায়হে-তে আছে বহু, জে বেস্তি বাচিল সোবা হৈতে, সে পাক হৈল আপন দিনের জৈনে। আপন আবরুর জৈনে। এ জৈনে বাজে ফকি লোগ কহিয়াছে, তার সানে জে কাজা করে, নামাজ আপন উম্মারের, এহার সাথেহ জে তার নামাজ না ফৌত হৈল। কিছু মকরু নাহি। তার জৈনে কাজা উমরি নামাজ, কেননা সে ধরিয়াছে এহুতেয়াত আর কেনিয়াত বয়্যান আছে জে, ঐ কাম নেক বটে। জদিস্বাত হয়, তার নামাজে মজতাহেদের খেলাফ। আর কেফায়েত আছে। আমাকে খেলাফ ঐ লোগের আগে গুজরিয়া গেছে। আর ‘মকদ্দছি’ নকল করিয়াছে, ‘মহিত’ কেতাব হৈতে। জেই জায়গায় জাহের হয় সপ মেছের হওনে, তবে চাই তারে এই জে, নামাজ পড়ে বাদ জুম্মার। চার রেকাত জহরের নিয়তে এহুতেয়াতে; এহাঁ তক জে— জদি না-জাহের হয়। জুম্মা আপনা জাগাতে, তবু নিকলিবে, অস্তুর ফরজের ভারি বুঝ হৈতে জহর আদা হওয়ার জৈনে। এই মত আছে ‘কাফি’ কেতাবে, আর ‘কেনিয়া’তে আছে। জখন মবতেলা হয় মরওর রহনেওলা দুই জুম্মা তাতে কায়েম করাতে ওলামার এখতেলাফের সাথে দোনো জায়েজ না-হওাতে হুকুম করিয়াছে, তার এমামে, তার চার রেকাত ওাজেব হওাতে এহুতেয়াতের জৈনে আর নকল করিয়াছে, তারে ‘হেদায়্যা’ ওগয়রহ সরা হৈতে। আর তারে মতাদাওলা করিয়াছে। অর্থাৎ এক দুছরা হৈতে অস্ত-ব-অস্ত রওায়েত করিয়া আসিতেছে। আর হর হর সালেম হৈতে দস্ত-ব-দস্ত চলিয়া আসিতেছে। জুহরিয়াতে আছে। আর বখারার বহুত মসায়েখে এই কথার উপর আছে— এ জৈনে জে, নিকলিল ওহদা হৈতে একিনের সাথে ফের ফাতাহ হৈতে মকদ্দছি নকল করিয়াছে। তহুকিক লায়েক এই জে, চার রেকাত নামাজ পড়ে, নিয়ত ক’রে, তার সাথে আখের ফরজ পাইয়াছি। আমি তার অস্ত। আমি তাহা আদায় করি নহে। জদি তরদ্দদ করিল, তার মেছের কিষা জাগা জাগা জুম্মা হওনে। তার মত বয়্যান করিয়াছে। মহক্ক এবনে জবরাস (?) হৈতে কহিয়াছে। ফের কহিয়াছে, ফায়দা নিকলিল, তার খেলা ওহমি কিষা তহুকিকের খেলাফ। জদিস্বাত ছহি আছে, ছহি তাদাদের। বহু অহিনাফা আছে, বেগর নোকছানে ফের বয়্যান করিয়াছে, ওহমে ডালনেওলা না পড়নে আখের জুহরের। দফা করিয়াছে, তারে ভাল রকমে; আর জেকের করা গেছে, ‘নহর কেতাবে’ জে না চাহে তরদ্দদি করিতে, তার মস্তাহাব হওনে। উপর কউল জায়েজ হওনে দুই ফরজ তাহাদের খেলাফ হৈতে নিকালনের জৈনে। আর ‘সরা বাকানি’তে আছে, কহিয়াছে— ঐ ছহি

আর হাছেল কালাম এই বটে। জে ছাবেত হণা চাহে পড়া এই চার রেকাত বাদ জোমার, কিন্তু কালাম বাকি রহিল। তহকিক করাতে জে, সে ওজের বটে। কিন্না মস্তাহাব। মকদ্দছি কহিয়াছে, এব্নে সাহনা জেকের করিয়াছে। আপন দাদা হৈতে, খোলাছার সাতে। মস্তাহাব আর বাহেছ করিয়াছে তাতে এই রকম জে, এহাতে ওহম হণা চাই। কিন্তু সক কায়েম হণাতে আর সোবার জুম্মা ছহি হণাতে, জাহের আছে ওজের হণাতে। এব্নে হামাম আপন ওস্তাদ হৈতে নকল করিয়াছে তাহা মফিদ বুলিয়া। আর হিন্দিয়া। আলমগিরি কেতাবে আছে— ফের জেই জাগায় সক জাহের হয়, জুম্মা জাহের হণাতে মেছেরের সক জাহের হণার জৈন্নে কিন্না তার আর কোনো কামে। সেখানে রহনেওলা জুম্মা কায়েম করে। তবে তারে এই চাই জে— নামাজ পড়ে, জুম্মার পরে চার রেকাত নিয়ত করে। তার সাতে জহর। এহাতক যদি জাহের না হয়, জুম্মা আপন মওকা মতো, তবু অস্তের ফরজের ভারি বুঝ হৈতে খালাছ পাইবেক। একিনের সাতে এই মত-ই আছে কাফি কেতাবে। আর এই রকমেই আছে ‘মহিত’ কেতাবে।

* ছণাল *

জদি কেছ কহে জে— বাজে কেতাবে ফতণা দিয়াছে, আখের জহর না পড়িতে; তবে কেমন করিয়া পড়া জাবে।

* জণাব *

বাজে লোণের ফতণা দেণার বেনা এই কথার উপর আছে জে, আণাল জাহেল লোণ জুম্মার নামাজকে ওজের এতকাদ করিবেক না। অর্থাৎ আখের জহর পড়িলে, বেএলেম লোণে বুঝিবেক জে, জুম্মা বুঝি ফরজ না। জহরের ফরজাহ আমরা পড়িলাম। এই ডরে বাজে লোণে ফতণা দিয়াছে, আখের জহর চার রেকাত না পড়নের। জেমন বাহরায়কে এই এবারতে ছাফ বুঝা জায়। আর তহকিক আমি বারাই ফতণা দিয়াছি, চার রেকাত নামাজের বাদ জুম্মার আখের জহরের নিয়তের সাতে না হণার। জুম্মার ফরজ গোম হণার এতকাদের ডরে। আর এই আমাদের জমানাতে এহতেয়াত বটে। জেখানে ঐ চার রেকাত পড়াতে না ডরায়; জুম্মার ফরজ না হণার এতকাদ না করে। তবে সেই খানে এই কাম বেহুতের বটে। জদি তার ঘরে এই চার রেকাত পুসিদা পড়িয়া লয়। তবু বেহুতের। আর জেখানে ঐ ডর না হয়, সেখানে ঐ চার রেকাত পড়া মানা নাহি। বেল এণ্ডেফাক আর জাহের আছে ঐ মজকুর সহরের জাহেল আর আলেম কারই এতকাদ জুম্মার নামাজ ফরজ না হণার নাহি। তবে কোন্ ছববে পড়ে না।

* ছগাল *

জদি কেহ বলে জে, তরদদে অর্থাৎ দোরস্ত-না-দোরস্ত হওয়ার সক-সোবায় এবাদত হয় না। আর তরদদ পাওয়া যায়।

* মছলা *

“মা নাহ্নো ফি হে।” তবে এই এবাদতহ না-জায়েজ বটে।

* জগাব *

মছলা— “মা নাহ্নো ফি হে।” খালি ফোক্ত এবাদতের মৈন্দে তরদদ ও সক-সোবা নাই। বলকে এই নামাজ কাজা ওমরির মতো বটে। জে মুছল্লি জানে না জে, কোন্ দিনের কোন্ অক্তের মতাইওনের নামাজ আদা করে। পরে এহা বোঝে জে, আমার উপর এত নামাজ কাজা আছে, সেই নামাজ হৈতে আদায় করি। আর নিয়ত করে জে, আওল জহর কিম্বা আওল ফজর কিম্বা আখের ফজর মেছেল আদায় করি। আমি জেই নামাজ, জেই দিন, জেই অক্তের তার জেম্মা বাকি আছে তাহা হৈতে আদা হৈয়া জাইবেক। এই প্রকারে এইখানে নিয়ত করা চাই জে, আমি আখের জহর পড়িতেছি। জেহ জহর তার জেম্মা বাকি আছে, তাহা হৈতে আদায় হৈয়া জাইবেক। চাই সেই দিনের জহর হৌক, চাই কি আর কোন দিনের জহর হৌক। জদি তার জুম্মা (?) বাকি রহিয়া থাকে। ইতি।^{১১}

নমুনা - ১২

কি ফরমায়েন দিনের আলেম সকলে। এই মছলাতে জে, বাজে আলেম কহে, এই মুল্লুকে জুমার রোজ চার রেকাত জহর আখের, জহরের নিয়তে পড়া এহুতেয়াত বটে। বলকে, জুমার দিন জুমার নামাজ আর জহরের নামাজ দোনো ওাজেব বটে। বাজে আলেমে আখের জহর পড়িতে মানা করে। তবে এই ছুরতে ফেকার কেতাব মতে কোন্ আলেমের কথার উপর আমল করিব। ব্যয়ান করেন। ছগাব পাইবেন।

* জগাব *

জেই আলেম— আখের জহর আর জুমার নামাজ দোনকে পড়িতে হুকুম দেয়, তার কথার উপর আমল করা চাই। কেননা, ফেকার সকল কেতাবে দোনকে

পড়নেরি হুকুম আছে। কোনোক কেতাবে কহিয়াছে মনাছেব আছে জে, জুমার বাদ চার রেকাত পড়ে, আর তারে পড়িতে জহরের নিয়ত করে। তবে জদি জুম্মা আপন মকামে ডাকা না হয়; অর্থাৎ আদায় না হয়, তবে সেই অক্তের ফরজের গাদা হৈতে একিন নিকলিয়া আসিয়াছে। অর্থাৎ সেই অক্তের ফরজ একিনি আদায় হৈয়া জাইবেক। এই মজমুন ফতওয়া আলমগিরিতে, মহিত কেতাব হৈতে লেখিয়াছে। আর তাতে লেখিয়াছে জে বড় এহুতেয়াত বটে। জে কহে—

نويت اخر ظهر ادركت وقته ولم يصله بعد *

এই মতই আছে কেনিয়া কেতাবে। আর ফতওয়া আলমগিরিতে আছে জে, মনাছেব আছে জে-পড়ে আল্‌হামদো আর এক ছুরা ঐ চার রেকাতে। জুমার বাদে পড়া জায়, আমার মুল্লুকে। এই মতই আছে ‘তাতারখানিয়া’ কেতাবে। আর ‘জামে রমুজে’র মৈদে কহিয়াছে জে, দোনো ওজেব বটে। আর কেহ আপন সাবেক মানা করাতে গল্‌তি জানিয়া, আপন গল্‌তির খবর করিয়াছে। কহিয়াছে, চার রেকাত—বাদ জুমার আখের জহরের নিয়তে পড়া জায়। তাহা আমি কতবার তারে না পড়নের ফতওয়া মানা করাইতে দিয়াছি। এই ডরে জে, কখন কেহ জুমার নামাজ ফরজ না হওয়ার এতকাদ না করে। বেনা তার এই জে এই জমানাতে আখের জহর পড়াতে কেহ কেহ বটে। কিন্তু জেই বেজির পর এই ফছাদের অর্থাৎ জুম্মা ফরজ না হওয়ার এতকাদ করার ডর নাই। তবে বেহুতের জে, আপন ঘরে পুসিদা পড়িয়া লয়। জেমন এই কথা ‘দরল মজারে’ বাহারায়েক কেতাব হৈতে লেখিয়াছে। আগে চলিয়া ‘দরল মজারে’ আপন তহকিকের মতে ‘মজমায়েল আনহার’ কেতাব হৈতে লেখিয়াছে জে, বড় এহুতেয়াত এই বটে। তার নিয়তে, “আখেরা জোহরেন আদরাক্তো অগুহ” কহে। এ জৈন্নে জে, সেই নামাজ ওজেব হৈয়াছে। আখের অক্তে। ইতি।

গরজ এই জে—আখের জহরের মানা কোনো কেতাবে ছাবেত নাই। আর সব কেতাবে ঘরে পড়নের জেকের কহে নাই। আরেক কেতাবে জে আপন ঘরে পুসিদা পড়নেরে বেহুতের কহিয়াছে। তাহাতে কিছু নোকছান নাই। হর ছুরতে আখের জহর পড়ন ছাবেত হৈল। জে বেজি আপন ঘরে পড়িতে বেহুতের লেখিয়াছে, তার কথায় ভি মছজেদে পড়নের মানা ছাবেত হৈল না। অর্থাৎ ঘরে পড়া বেহুতের মছজেদে পড়ার মানা কিছু লেখে নাই। ‘জামে রমুজে’ জে দোনকে ওজেব কহিছে। তবে আর সব কেতাব হৈতে ভি তার ওজেবের একার ছাবেত হৈল না। আর কোনো কেতাবে ওজেব লেখে নহে। কিন্তু ওজেবের মানাহ করে নহে। বল্‌কে চারো রেকাতে আল্‌হামদো আর ছুরা পড়নেরে মনাছেব লেখিয়াছে। দোছুরা

এই জৈন্নে জে সায়েদ ঐ চার রেকাত নফল হৈয়া জাবেক। তবে জদি তারে ঐ চার রেকাতের ফরজ না হওর একিন হৈত তবে আল্হাম্‌দোর সাতে ছুরা মিলানেরে মনাছেব কি, না লেখিত; বন্ধকে ওজেব লেখিত। আর এই চার রেকাতের মানা করা ওনা কবিরিা বটে। কেননা, মানা করা মসহুর কামেরে হারাম বটে। জেই চিজ ফেকার কেতাবে ওজেব কিম্বা আহুওয়াত কিম্বা আওলা ছাবেত হয়, সেই চিজ বেলা সোবা মসহুর বটে। আল্লাহ পাক বলন্দ (বুলন্দ) বরতর বেহুতের জান্নেওলা।^{১২}

নমুনা - ১৩

কি ফরমায়েন দিনের আলেম সকলে, এই মছলাতে জে, এই মুল্লুকে জে জুম্মার বাদে চার রেকাত আখের জহরের নিয়তে পড়া জায়। মেছেরের সকের ছববে এহা জায়েজ কিনা। আর জে মানা করে ‘দরল মক্তারে’র এই এবারতে, জে, আমি বারহায় ফতওয়া দিয়াছি না হওর; জুম্মার বাদে চার রেকাত নামাজ আখের জহরের নিয়তে এই ডরে জে, জুম্মার ফরজ হওর এত্‌কাদ গোম হওর ডরে। অর্থাৎ কি জানি আখের জহর পড়িলে, আগাম লোগ বুঝিবেক জে, বুঝি জুম্মার নামাজ ফরজ নহে। এ কারণে মানা করিয়াছি। আর ঐ আখের জহর পড়া আমার জমানায় এহুতৈয়াত বটে। ইতি। এহাতে আখের জহর পড়া মানা হৈয়া গেল কিম্বা পড়া জায়েজ রহিল, বয়ান করেন। ছগাব পাইবেন।

* জগাব *

এই মুল্লুকে আখের জহর চার রেকাত জুম্মার বাদে পড়ন জায়েজ আছে। মেছের ওগয়রহ সরত (শর্তে) সক হওর ছববে। জেমন ফতওয়া আলমগিরিতে আছে জে, ফের জেই জাগাতে জাহের হয়, সক জায়েজ হওতে— জুম্মার মেছেরে কিম্বা ওগয়রহ সরতে সক জাহের হওর ছববে। কায়েম করিয়াছে তার রহ্নেওলা সকলেই জুমাকে। তবে চাহে এই জে, পড়ে নামাজ জুম্মার বাদে, চার রেকাত নিয়ত করে। তার সাতে জহর এহাঁ তক জদি আদায় না হয়, জুমা আপন তামাম সরতের সাতে নিকলিবেক। অক্তের ফরজের ওহদা হৈতে একিনির সাতে। এমত-ই আছে কাফি কেতাবে। আর এমত-ই আছে মহিত কেতাবে। ইতি।

আর ‘দরল মক্তারে’র ঐ বরাত হৈতে জে মানা করিয়াছে, তারে এই কথা মালুম নাহি। কেননা, সেই এবারতে তো ঐ লোগেরে মানা করিয়াছে, জেই লোগ

সকলে জুমার নামাজ ফরজ হওয়াতে এত্কাদ না করে; বল্কে ‘দরল মক্তারে’র ঐ এবারতের সাথেই লেখিয়াছে জে, আর লেখেন জেখানে ডর নাই, এ মফ্ছেদার অর্থাৎ জুম্মা ফরজ এত্কাদ না করার, এত্কাদ না হয়। তবে সেই খানে চার রেকাত আখের জহর পড়া বেহুতের বটে। জদিম্বাত হয় আপন ঘরে পুসিদা। ইতি।

তবে ‘দরল মক্তারে’ মানা কোথায় হবে। বল্কে আর জেয়াদা দলিল আখের জহর পড়নের পাও গেল। আর এ মত-ই আছে, ফেকার বহুত কেতাবে। আল্লাহ্ আলাম বেচ্ছওব।^{১৩}

নমুনা - ১৪

[..... যে মহল্লায় দুইটি] মছজেদ আছে তাহাতে জুমার নামাজ ও পাঁচ অক্তের নামাজ আদায় কায়েম ছিল। পরে জখন সেই মছজেদ না রহিল, বে-মারামতে (মেরামতে)।

তখন সেই জাগার লোগ এক মুদত তক দোছরা জাগায় দোছরা মছজেদ জে আধা ঘড়ির ফাছেলাতে দূর আছে; তাহাতে জুমার নামাজ আদায় করিতেছিল। পরে এহার পাচ অক্তের নামাজ ও জুমার নামাজ আদায় করিবার কারণে আপন মহল্লাতে নয়্যা মছজেদ বানাইল। সরিয়তে এই মছজেদ ঐ দোছরা মছজেদ নজদিগ, গেরামে থাকিতে দোরস্ত আছে কিনা। জুমার নামাজ সেই মছজেদে আদায় করা জায়েজ আছে কিনা। জেই বেক্তি তারে ‘মছজেদ জেরার’ কহে; অর্থাৎ মনাফেকের মছজেদ কহে, হেকারত ও তানসান করে, তারে কনিছা করার দেয়, অর্থাৎ গেজ্জ (গীর্জা) কি মণ্ডপ ঘর কহে, আর তাহাতে লোগেরে নামাজ পড়িতে মানা করে; সরাতে এই বেক্তি

* জওব *

ছায়েলের ছওয়াল মতাবেক দোছরা মছজেদ নজদিগ থাকিতে জায়েজ আছে। ফাতওয়া যখন হয়, কার থাকনের জায়গায় দুই মছজেদ, তবে সেই মছজেদের জেই মছজেদ জেয়াদা কদিম হয়, ফের জদি দোনো মছজেদের বরাবর হয়; অর্থাৎ দোনো মছজেদ এক সাথে বানিয়াছে, তবে সেই মছজেদ জাইবেক, জেই মছজেদ জিয়াদা নজদিগ হয়। সেই মুছল্লি থাকনের জাগা হৈতে আখের তক। এই মছল্লাতে ছাবেত আছে জে, এক মহল্লাতে দুই মছজেদ

বানান দোরস্ত আছে। দুই মহল্লাতে দুই মছজেদ বানান তবে জেয়াদা বেহ্তের, দোরস্ত আছে। আর ভি ফেকার কেতাবে ছাবেত আছে, মহল্লাওলাকে চাই জদি এক মছজেদের দুই মছজেদ করে; অর্থাৎ জদি বড় এক মছজেদ হয়, মহল্লাওলাকে জায়েজ আছে জে, সেই মছজেদের মৈন্দে দেওর (ল) দিয়া দুই দিগে দুই মছজেদ করে। তবে এক মছজেদে দুই মছজেদ করন জায়েজ হৈল। দুই মছজেদ, দুই মহল্লাতে বানান বহুত বেহ্তের আর জায়েজ হইবেক। “আস্বাহ ওন্নাজায়েরে” (আস্বা-উন- নাজায়ের) লেখিয়াছে, মহল্লাওলাকে এক্তিয়ার আছে জে, এক মছজেদে, দুই মছজেদ করিয়া লয়। বেহ্তের এই বটে জে, হর গোৱো মুছল্লির জৈন্নে এক মওজুন হয়। আর সেই মহল্লাওলাকে এক্তিয়ার আছে জে, এক মছজেদে দুই মছজেদ করিয়া লয়। ইতি। ‘দরল মোক্তারে’ লেখিয়াছে জে, এক্তিয়ার আছে, মহল্লার লোগেরে মতওলি অর্থাৎ মোক্তার মকরর করনে। দুই মছজেদে এক মছজেদ করিয়া লওনে। তার মতাবেক অর্থাৎ এক মছজেদে দুই মছজেদ করনের নামাজের জৈন্নে; দরছের জৈন্নে। জেকেরের জৈন্নে না। ইতি।

জখন মছজেদ বানান জায়েজ হৈল জুম্মা ও পাঞ্জেগানা নামাজ তাহাতে আদায় করা বেলা সোবা দোরস্ত বটে। আর এখন দেখা চাই জে মছজেদ রানান ইতি।

জদি দুই মছজেদ মহল্লাতে হয়, তবে বহুত বেহ্তের বটে। জেমন ‘দরল মুক্তারে’ আর ‘রদল মহতারে’ খোলছা করিয়া (ছে) জে, নয়্যা মছজেদ জদি বহুত নজদিগ হয়, ... হৈতে বেহ্তের বটে। ‘রদল মহতারে’ আর ‘সরা মনিয়া’ আখেরিতে তার সে এবারতের নকল করনের বাদে, জাহা গুজরিয়া আছে। আজনাছ হৈতে ফের বহুত পুরানা মছজেদ বেহ্তের বটে। এই জৈন্নে জে, তার হুকুম সাবেক ও কদিম হওর জৈন্নে। জেই মছজেদ বহুত পুরানা বটে, তাহাতে নামাজের জৈন্নে যাগা বহুত বেহ্তের। কেননা, তার কদিম হওর হুকুমের ছববে জেয়াদা ছবকত ও ফায়দা বটে। কিন্তু জখন নয়্যা মছজেদ মছল্লির ঘরের জেয়াদা নজদিগ হৈল, তবে বেসক এই মছজেদে এই অক্তে যাগা বহুত বেহ্তের হইবেক। নজদিগ হওর ছববে ফায়দা ছবকত বাড়িয়া গেল। তার হকিকতে ও হুকুমেতে এমত-ই আছে। ওকিয়াতে ইতি।

লোগেরে এই নজদিগের নয়্যা মসজিদে নামাজ পড়িতে মানা করা মমনু, হারাম ও জুলুম বটে। জেমন তফছির মদারেকে কহিয়াছে। তার হৈতে বেসি জালেম কে আছে, জে বেক্তি মানা করে আল্লার মছজেদে জে আল্লার নামের জেকের করে। অর্থাৎ নামাজ পড়ে কি আল্লাকে ইয়াদ করে। তারে জে মানা করে, তার মত জালেম কে আছে। এই হুকুম আম। আল্লার মছজেদের জৈন্নে। হর

নামাজের মছজেদের জৈনে। জে সব মানা করনেওয়ালা, তারে আল্লার জেকের করা হৈতে জেয়াদতি করনেওলা জুলুম বটে। ইতি।

‘তফছির আহমদি’তে এই আয়েতের তফছিরে কহিয়াছে জে, এই আয়েতের জেকের করাতে এই মকছুদ বটে জে বেসক এই আয়েত দলালত করে, এই কথার উপরে জে, বেসক তোড়ন ও খারাব করা ও বিরান করা। তার জেকের ও এবাদত হৈতে মানা করা বটে। এ মত-ই মমনু বটে। জাতে মানা করা নামাজ পড়িতে কিম্বা এবাদত করিতে।^{১৪}

।। ২ ।।

অতঃপর ‘ওয়ারেছ আশিয়া’-কেতাবে মুদ্রিত নির্দিষ্টভাবে মুসলিম কলমে লিখিত একটি মৌলিক রচনার নমুনা এখানে হাজির করা হবে।

তার আগে বলা দরকার যে, ১৮৭২ সালে বজ্রিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যখন বৃটিশ বাঙালার পশ্চিমাংশে ব’সে ‘আনন্দ মঠ’-রচনায় ব্যস্ত, তখন দেশটির পূর্বাংশে—ঢাকায় কি রকম ভাষায় গদ্য লেখা চলছিল, তা নিশ্চয়-ই জানার কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। বজ্রিমচন্দ্রের গদ্যকে যদি তখনকার হিন্দু সামন্ত-পুরোহিত শ্রেণীর ‘সংস্কৃত-বাঙালা’ বলা হয়, তাহ’লে, অন্যায় বলা হবে না। সে সময় মূল বাঙালা গদ্যের পাঁচ-ছ’ শ’ বছর ধ’রে চালু যে-গণমুখী ধারাটি সারা বৃটিশ বাঙালার-ই জনসমাজে চালু ছিল, তার একটি চমৎকার নজীর এই নমুনাটি। রচনাটি একজন মুসলমানের লেখা। নাম—ছৈয়দ জালালউদ্দীন আহমদ। ঠিকানা অজ্ঞাত। ইনি একজন মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও এবং ঐর সুদীর্ঘ গদ্য রচনাটি ‘মুসলমানী গদ্য’ লেখা হ’লেও; এটিকে ‘গণমুখী গদ্য’ ও তখনকার ‘সামাজিক গদ্য’ ব’লে অভিহিত করা সমীচীন। কারণ গদ্য রচনাটির মূল বিষয়বস্তু ধর্ম-(ইসলাম) সাপেক্ষ হ’লেও, তার সঙ্গে—মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের বহু ব্যক্তি জড়িত ছিলেন। রচনাটির নাম—‘মহফেল নামা’। এটি ইসলামী ধর্মতত্ত্বের পীর-পরোস্তি-কেন্দ্রিক বিতর্কের ফয়ছালা-পত্র। তাই একে ‘বাহাছ নামা’ বা ‘শালিশ নামা’ও বলা যায়।

সুখের বিষয়, রচনাটি মুদ্রিত এবং পূর্ণাঙ্গ রূপে পাওয়া গিয়েছে।

আলোচ্য ‘শালিশ-নামা’ পাঠে জানা যায়, মুলফতগঞ্জ-নিবাসী—মৌলবী আবদুল আজিজ সাহেবের সঙ্গে ১২৭৯ সালের ৩১শে আষাঢ় রোজ রবিবারে,

পাদটীকা : ১৪. ওয়ারেছ আশিয়া, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬৪-৬৬।

এই নমুনার ডড্ ডট্ দেয়া অংশ নষ্ট হ’য়ে গেছে। তাই পাঠোদ্ধার করা যায়নি।

সোলই গোয়ালপাড়া-নিবাসী মীর বন্দে আলীর— বাহাছ হয়। একে অবশ্য পুরোপুরি ‘বাহাছ’ না ব’লে, কিছু কিছু বিষয়ে মীর বন্দে আলীর প্রচার-অপপ্রচারের মধ্যে সত্য যাচাইমূলক প্রশ্ন ও উত্তর বলা যেতে পারে। বাদী-বিবাদী বা পক্ষ-প্রতিপক্ষ ছিলেন যথাক্রমে মৌলবী আবদুল আজিজ ও তাঁর সমর্থক দল এবং মীর বন্দে আলী ও তাঁর সমর্থক দল। প্রথম দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ হ’ল, — ‘মীর বন্দে আলী জৌনপুরের পীর কেরামত আলীর মুরীদ ব’লে পরিচয় দিয়ে সুন্নী মজহাবের মত-বিরোধী নানা বক্তব্য জাহির ক’রছেন, যা ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষে খুব-ই ক্ষতিকর এবং ‘বি’দাত’। এই অনৈসলামিক কার্যকলাপ বন্ধের জন্য উভয় দল ঢাকা জেলার (?) লোং সিং-এর জমিদার বাবু গৌরচন্দ্র রায় বাহাদুরের জমিদার-বাড়ীর নাটমন্দিরে উপস্থিত হ’য়ে বাবু গৌরচন্দ্রসহ আরও বহু জনের উপস্থিতিতে ঐ শালিশ-ফয়ছালায় উপনীত হন।

দলিলটি পাঠকালে নজর করার বিষয় হ’ল — মুসলিম সমাজ ও ধর্মের একটি বিশেষ সমস্যার ফয়ছালা হ’চ্ছে, একজন উচ্চশিক্ষিত হিন্দু জমিদারের নাট-মন্দিরে। সেখানে তিনি-ই একমাত্র হিন্দু নন। তাঁর সঙ্গে আরও ছয় জন বিশিষ্ট হিন্দু ব্যক্তি সামিল ছিলেন। তাঁরা হ’লেন — নরিয়া-নিবাসী বাবু হরিপ্রসাদ রায়গটক চৌধুরী, ইলিদপুর নিবাসী বাবু তিলকচন্দ্র রায়চৌধুরী, আঘারী-নিবাসী বাবু লক্ষ্মীকান্ত গুপ্ত, কৈদারপুর-নিবাসী বাবু শোধান চক্রবর্তীসহ তারিনী চরণ পাইন, রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আমিন আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি আইনজ্ঞ এবং বিলাত ফেরৎ ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে ‘মহ্‌ফেল নামা’র শেষাংশে বলা হ’য়েছে— “আল্লাতালায় মহাসয়কে সকল রকমেই লোয়াকত দিয়াছে।। হাকিমি রোত্বায় ও কানুনের ছুরতে দেস-বিদেসে, বেলাত পজ্জন্ত হাকিমান নিকট সুক্ষ্মাতির যোসনা প্রকাশ আছে।” অপর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বাবু হরিপ্রসাদ রায়চৌধুরীও ছিলেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর সম্পর্কেও বলা হ’য়েছে— তিনি ‘অতি বিদ্বান ও বহুশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি, যাঁর দ্বারা উক্ত মজলিস রৌশন ছিল, আর ফতোয়ার সমুদয় মজমুন বঙ্গভাসায় দরয়াগু’কারী ছিলেন তিনি।

আলোচ্য ‘মহ্‌ফেল নামা’য় সীলমোহরসহ স্বাক্ষরদানকারী ছ’জন। তাঁরা হ’লেন— তালেব হোসেন, আবদুল খালেক, মোহাম্মদ ফাজেল, মোহাম্মদ ওমর, মোহাম্মদ এলাহি বক্স ও হরিপ্রসাদ গটক। সম্ভবতঃ এঁরা ছিলেন ফতোয়ার কেতাব-বিশারদ এবং ঐ মজলিসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

এছাড়া, ‘মহ্‌ফেল নামা’য় পরবর্তী আর এক দলের শুধু দস্তখত-এর উল্লেখ আছে। তাঁদের সংখ্যা সাতাইশ। তাঁদের মধ্যে হিন্দু স্বাক্ষরদাতার সংখ্যা পাঁচ জন মাত্র।

কিন্তু ‘মহফেল নামা’য় বাবু গৌরচন্দ্র রায় বাহাদুরের কোন স্বাক্ষর নেই।

উক্ত বিবরণ থেকে স্পষ্টই দেখা যায়— ‘মহফেল নামা’টি ছিল মুসলমান ও হিন্দু— উভয় কওমের-ই জনবোধ্য ভাষায় বা গণমুখী বাঙালা ভাষায় রচিত।

এবার মূল রচনাটির প্রতি নজর দেয়া যেতে পারে।

মহফেল নামা

“এই মহফেল নামা লিখিবার কারন— এই সকল মোছলমান আপন— দিন (ধর্ম) আর মজহাবের উপর মজবুত থাকে। আর ছন্নত-জমাতের মজহাব ছাড়া সকল মজহাব হৈতে তফাত থাকে, — সন ১২৭৯ সন বাঙালা তারিখ ৩১ আসাড়া রোজ রবিবার মুলফতগঞ্জ নিবাসি জনাব মৌলবি আবদুল আজিজ ছাহেব ও সোলই গোয়াল পাড়া নিবাসি জনাব মির বন্দে আলি ছাহেব, এই দোন ছাহেবান একাজুস্ত হইয়া মোকাম লোং সিং শ্রীজুত বাবু গৌরচন্দ্র রায় বাহাদুর মহাশয়র বাটি, নাট মন্দিরে বৈঠক হইয়া তথায় উপকস্ত (উপর্যুক্ত) শ্রীজুত বাবু গৌরচন্দ্র রায়বাহাদুর মহাশয় ও নরিয়া নিবাসী শ্রীজুত বাবু হরিপ্রসাদ রায়ঘটক চৌধরি মহাশয় ও ইলিদপুর নিবাসী শ্রীজুততিলক চন্দ্র রায়চৌধরি মহাশয় ও আষারি নিবাসি শ্রীজুত লক্ষিকান্ত গোপ্ত মহাশয় ও কেরদারপুর নিবাসি শ্রীজুত সোধন চক্রবর্ত্তি মহাশয় সালিসান ও শ্রীজুত তারিনি চরন পাইন ও শ্রীজুত রামচন্দ্র চট্টপাদ্যয় আমিন ও শ্রীজুত আনন্দচন্দ্র মুখপাদ্যয় (মুখোপাধ্যায়) ও জনাব হাফেজ মহাশ্বদ ফাজেল ছাহেব ও জনাব হৈঅদ এহ্ছানদ্দিন ছাহেব ও কমর আলি মির ও মুনশি সমশের আলি ছাহেব ও মুনসি আলিমদ্দিন আহমদ ও মুনসি কমরদ্দিন আহমদ ও মুনসি সরবল্লা ও আলিমদ্দিন কাজি ও আহমদ কাজি ও মুনসি মহাশ্বদ ওশ্বর ও মুনসি মেহের আলি মধা ও আলফু খোন্দকার ও কালাই জামাদার ও ফৈজদ্দিন জামাদার ও কুদরুতুল্লা বেপারি ও জহিরদ্দিন বেপারি ও ছোলতান বেপারি ও নামু বেপারি ও আছানদ্দিন মাজি (মাঝি) ও ফটিক তাল্লুকদার (তালুকদার) ও আলা বকস তাল্লুকদার ও মানুল্লা হাওলাদার ও ধোপাই লস্কর ও ছবুর লস্কর ও আনওয়ার (আনোয়ার) খাঁ ও ফতে খাঁ ও ছোলতান খাঁ ও কেতাব আলি খলিফা ও মহাশ্বদ দানেস ও রছুল মহাশ্বদ ফকির ও সোনাউল্লা সারেঞ্জ ও সেক আফাজদ্দিন ওগয়রহ ঐ আত্‌রাফের উত্তম২ লোগ সকলের সাক্ষ্যাতে বসিয়া জে জে মছলার আপসের মৈন্দে এখতেলাপ ছিল, সেই সকল মছলার মৈন্দে কয়েক মছলায় ঢাকার ফতওয়ার মজমুন মোতাবেক জে জে কথা-কথন হইয়াছিল ও সালিস মোহসয়র্গ (মহাশয়গণের), ছওালের জওাব জাহা

দিয়াছিলেন; উপরের লিখিত সাহেবানের সাক্ষাতে দোন পক্ষে জাহা বলিয়াছিলেন, ঐ সমস্ত কথা আমি এই মহ্‌ফেল নামায় লিখিতেছি। ইতি—

পহেলা মজলিসের সুরুতে— শ্রীজুত বাবু হরিপ্রসাদ রায়ঘটক চৌধরি খাড়া হইয়া ফুকারিয়া দিলেন যে, ‘ওহে সভাসদ! তোমরা গৌর (গওর) করিয়া গুন। এই মজলিস কিহেতু হইল জে, মহলমানদিগের আপন দিন ও মজহাব প্রকাশ করা হেতু এই মজলিস হইয়াছে। অতয়ব তোমাদের উচিত জে, খুব মনজোগ করিয়া তাহাকে সুনন সকলে। গন্ডগোল করিলে কিছুই সুনিতে পারিবা না’। অপর বুলিলেন, যাহা আপনাদের তরু আছে বয়ান করেন।

এহাতে মৌলবি আবদুল আজিজ ছাহেবের পক্ষের ছগাল হইল জে, ‘মির বন্দে আলি ছাহেব জনাব মওলানা কেরামত আলি ছাহেবের খলিফা বুলিয়া মুরিদ করিয়া আসিতেছে। এই ক্ষন— মির ছাহেব বলেন জে, আমি মওলানা ছাহেবের মুরিদ ও খলিফা নহে। তৎ আবস্থায় বহুত মহলায় খেলাফ করাতে তরু উপস্তিত হইয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করেন’।

তখন শ্রীজুত রায়বাহাদুর মহাসয় মির বন্দে আলি ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মির ছাহেব বুলিলেন জে, ‘আমি মওলানা কেরামত আলি ছাহেবের মুরিদ ও খলিফা নহে। আমি ঢাকার সাহা ছাহেবের মুরিদ ও খলিফা বটে’। এই কথায় পূর্বে জে মির বন্দে আলি ছাহেব, মওলানা ছাহেবের খলিফা বলিয়া প্রকাশ করিত; তাহা ছাবেত হইল না ॥

এহা সুনিয়া রায়বাহাদুর মহাসয় বলিলেন জে, ‘এ সমস্ত তরু করিয়া আপনাদের কিছুই লৈব (লভ্য) নাই। জেই কথার তরু আছে তাহা বলেন’। এহাতে মাদারি মিঞা বুলিল জে, ‘আমার সঙ্গে মহাম্মদি (মোহাম্মদী) মল্লিকের তরু হইয়া আমার পির জনাব মওলানা ছাহেব, তাহার খলিফা মৌলবি আবদুল আজিজ ছাহেব ও মহাম্মদি মল্লিকের পির, মির বন্দে আলি ছাহেব— এই দোন ছাহেবানের পূর্বে, ঢাকা মকামে বৈঠক হইয়া জনাব মওলানা দিন মহাম্মদ ছাহেব এককেতা ফত্‌ওয়া লিখিয়া, দোন পক্ষের মাতবরি ও সনমতিতে (সম্মতিতে) আপস করিয়া দিয়াছেন। সেই ফত্‌ওয়াতে পিরের ছুরত ধ্যান করা দুরস্ত নাই। তাছাওব করা, অর্থাৎ পিরের নিকট হাজির থাকিয়া জে জে কথার তালিম পাইয়াছে, পির অনুদ্দেশে, সেই সকল কথার মন্তেজের থাকা দুরস্ত লিখিয়াছে। এই ক্ষন মহাম্মদি মল্লিক দেসে আসিয়া ঐ ফত্‌ওয়ার খেলাফ প্রকাশ করে জে, পিরের ছুরত ধ্যান করা ঐ ফত্‌ওয়াতে দুরস্ত লিখিয়াছে’। উক্ত মহাম্মদি মল্লিকের জবানবন্দি ও মাদারি মিঞার জবানবন্দি সুনিয়া রায়বাহাদুর মহাসয় তাহাকে লিখিয়া ইশু করিলেন ইতি।

* সালিস ছাহেবানের দিক হতে পহেলা ছুগল *

শ্রীজুত রায় বাহাদুর মহাসয়, উভয়-প্রতি জিজ্ঞাসা করিলেন জে, 'আপনারা পরম ইশ্বরের ধ্যানের সময় পিরের ছুরতকে ধ্যান করা কি জানেন?' তখন মৌলবি আবদুল আজিজ ছাহেব বলিলেন জে, 'আল্লার জিকিরের সময় পিরের ছুরত ধ্যান করাকে আমি দুরস্ত জানি না এবং কোনো কেতাবেহ তাহা ছাবেত নাই। এহা সেগায় কেতাব 'ছেরাতল মুস্তাকিম' ও 'কওলল জমিল' ও তাছাওফের মাতবর ২ কেতাবে পিরের ছুরত ধ্যান করাকে বেদাত ও হারাম লিখিয়াছে।

ঢাকার ফত্‌ওয়ার মৈদেহ (মধ্যে) পিরের ছুরত ধ্যান করাকে বেদাত ও হারাম লিখিয়াছে আর ছুরত-পুরস্তিহ লিখিয়াছে।

তৎপর মির বন্দে আলি ছাহেব বলিলেন জে, 'আমি আল্লার জিকিরের সময় পিরের ছুরতকে ধ্যান করা দুরস্ত জানি এবং জনাব মওলানা দিন মহাম্মদ ছাহেবের এক মোহরের ফত্‌ওয়ার মৈদেহ পিরের মহব্বত ও তাজিমের সাবেত, তাহার আদাব (আদব) ও কায়দার অর্থাৎ জাহা জাহা পিরে বাতাইয়াছে ঐ সমস্তের, মন্তেজের থাকা দুরস্ত লিখিয়াছে। সেই ফত্‌ওয়া তলব দিয়া দেখেন, ঐ ফত্‌ওয়া দোন তরফের মাতবর'। তখন সালিস মহাসয়রা সেই ফত্‌ওয়া তলব দিলেন।

তখন মৌলবি ছাহেব বলিলেন জে 'ঐ ফত্‌ওয়া এককিণ্ডা মোহর করা মির ছাহেবের নিকট আছে, তলব দেয়েন।' ফত্‌ওয়া তলব দেওয়াতে মহাম্মদি মল্লিক বলিল জে, 'ঐ ফত্‌ওয়া খোয়া গিয়াছে। তাহার নকল আছে। আপনার মহর করা ফত্‌ওয়া নিকালিয়া দেয়েন'। তখন ঐ নকল নিকালিয়া মির ছাহেবের হাতে দিল। মৌলবি ছাহেবের নিকট জে মহর করা ফত্‌ওয়া ছিল; সেই ফত্‌ওয়া নিকালিয়া দিলেন। তখন ঐ ফত্‌ওয়া মির ছাহেব পড়িতে লাগিলেন। দোন মোকাবিলা হইয়া তাহাতে পিরের ছুরত ধ্যান করা দুরস্ত নিকলিল না। পিরের সঙ্গে মহব্বত ও তাজিমের সাথে রুজু থাকা; আর তাহার ছহবতের ফায়দার মন্তেজের থাকা বাহির হইল। পিরের ছুরত ধ্যান করা বেদাত ও হারাম নিকলিল।

তখন মির ছাহেব ঐ কথা ভুল করার জৈন্নে বার ২ ঐ ফত্‌ওয়ার ছুগল কয় বেজির আকিদা ফত্‌ওয়ার সুরুতে জে লিখিয়া জওব দিয়াছে তাহা পড়িয়া সুনাইতে লাগিলেন। একের অর্থ আর করিয়া বুজাইতে লাগিলেন। তখন রায়বাহাদুর মহাসয় বলিলেন জে, 'প্রথম জাহা আপনে বলিয়াছেন, তাহা ইশু করিয়াছি। তাহার খেলাফ হাজার কহিলেহ শুনিব না। আপনে পিরের ছুরত ধ্যান করাকে দুরস্ত বলিয়া কোরান সরিফ হৈতে দেখাইয়া দিবেন'। তখন মির ছাহেব বলিলেন জে, 'কোরান সরিফের

মৈন্দে পিরের ছুরত ধ্যান করাকে দুরস্ত দেখাইয়া দিব’। তখন কোরান সরিফের হিন্দি (উরদু?) তরজমা খুলিয়া বহুত দোর পজ্জন্ত (পর্যন্ত) তালাস করিয়া, কোন রকমেই পিরের ছুরত ধ্যান করা বাহির করিতে পারিলেন না। আখেরে এই আয়েত নিকালিয়া বুলিলেন জে, ‘এই আয়েতে পিরের ছুরত ধ্যান করা দুরস্ত আছে’।

“ওবতাও এলায়হিল অছিলাতা”।

এহার অর্থ কহিলেন, ‘তালাস কর তোমরা উছিলা; আল্লাকে পাওর’। তৎখনাৎ মৌলবি ছাহেব বুলিলেন জে, ‘এই আয়েতের অর্থ মতে পিরের ছুরত ধ্যান করা ছাবেত হৈল না। কিন্তু পির তালাস করার দলিল পাও গেল। পির তালাস করা কখনহ পিরের ছুরত ধ্যান করা হইতে পারে না’।

এহা সুনিয়া রায়বাহাদুর মহাসয় মির ছাহেবকে বুলিলেন জে, — ‘গোলমালি কথা শুনিব না। আমি জেই কথার ইসু করিয়াছি, তাহার প্রমাণ কোরান হৈতে নিকালিয়া দিতে হবেক’ ॥

তখন বাবু মহাসয় বুলিলেন জে, ‘আমি খুব জানি মছলমানের ঘরে তছবির থাকিলে নামাজ দুরস্ত হয় না। আপনি কি প্রকার বলেন জে, পিরের ছুরত ধ্যান করা দুরস্ত আছে?’

মির ছাহেব বুলিলেন, ‘আমি আল্লার জিকিরের সময় পিরকে কোথায় ছাড়িয়া জাইব?’ তাহার নজির দিল হাকিম আর উকিল দিয়া। — হাকিমের ছামনে উকিলের ধ্যান না করিলে মামেলা (মামলা) কি প্রকার — নিসপত্তি করিব?’

ইহা সুনিয়া রায়বাহাদুর মহাসয় কহিলেন জে, ‘সাহি দরবারের কায়দা এই, অনু (অন্য) তরফ রুজু থাকিলে দরবারে থাকার জৈজ্ঞ (যোগ্য) থাকে না। তবে ঐ সাহি দরবারে উকিলের চেহেরা (চেহারা) ধ্যান করিলে মামেলা কি করিবেক, সেই দরবারে থাকা দায়। তবে এ স্তলে (স্থলে) বিচারে দেখা জাইতেছে জে, আল্লার ছামনে পিরের ছুরত ধ্যান করা কখনহ হইতে পারে না’। এই জওবে মির ছাহেব বন্দ হইয়া ‘কউলল জমিল’ নিকালিয়া কহিল, ‘এই কেতাব মওলানা কেলামত আলি ছাহেবের পিরের দাদা-পির— সাহা অলিউল্লা মহদেছ দহলবি ছাহেবের তছনিফ। এই কেতাবে পিরের ছুরত ধ্যান করা দুরস্ত লিখিয়াছে। চিস্তিয়া তরিকার পির সকলে কহিয়াছেন, রোকনে আজম দিল লাগান ও গিড়া (গিরা) দেওন মরসিদের সাথে মহব্বত আর তাজিমের ছেফাতের ‘পরে। তার ছুরত মলাহেজা করা। মলাহেজার মানি (মানে) পিরের ছুরত ধ্যান করা— বুলিলেন ॥

তখন মৌলবি ছাহেব বুলিলেন জে, ‘মলাহেজা করার অর্থ পিরের ছুরত ধ্যান করা কোনো কিতাবে লিখে নাই’। তখন মির ছাহেব ‘গেয়াছ লোগাত’ নিকালিয়া দেখিল জে, মলাহেজার মানি ‘চক্ষের কেনারে দেখন’ লিখিয়াছে।

এই কথায় ঐ লোগাত পিরের ছুরত ধ্যান করার অর্থ হৈল না। এ সমস্ত কথার পর রায় বাহাদুর মহাসয় মির ছাহেবকে বলিলেন জে, ‘আপনার সিন্ধ্য (শিষ্য) গনে আপনার ছুরত, নাক, মুখ, চোক্ষ (চক্ষু), কান, চুল, দাড়ি, মোচ এই সমস্ত ধ্যান করিলে আল্লাকে পাইবেক?’

এই কথায় মির ছাহেব, লা-জওব হইয়া কিছু না বলাতে, রায়বাহাদুর মহাসয় বলিলেন, ‘জদি বলেন, আপনার ছুরত ধ্যান করিলে আল্লাকে পাইবেক; তবে জে কথাটি আল্লাকে পাওর জৈল্লে বাতাইয়াছেন, সে কথাটি মিথ্যা হৈয়া গেল। আর জদি বলেন, সেই কথাটি জপনা করিলে, আল্লাকে পাইবেক, তবে আপনার ছুরত ধ্যান করা মিথ্যা হৈল। আর জদি বলেন, পিরের ছুরত ধ্যান করিলে তাহাতে আল্লার দরসন পাইবেক, তবে পরম ইশ্বরের আকার কি তাহা বলেন। জে সেই আকার স্থিতি করিয়া ইশ্বরকে ধিয়ান করিবেক’। মির ছাহেব বলিলেন জে, ‘আল্লাহর আকার নাই। সে নৈরাকার। আল্লার ছুরত ও মুরত নাই। এই কি ঐ রকম বুলিয়া কহিতে পারে না। জাত পাকের সঙ্গে তুলনা দিয়া তদরূপ দোছরাকে বলিতে পারে না। এই সকল হৈতে আল্লায় পাক আছে’। রায় বাহাদুর মহাসয় কহিলেন, ‘জদি ইশ্বরের আকার না রহিল তবে কি প্রকার বলেন; আদমেরে আল্লার ছুরতে পয়দা করিয়াছে। এই প্রমাণ প্রধানন্ত গ্রহন করিয়া পিরের ছুরত ধ্যান করাকে দুরন্ত বলেন?’ তখন মির ছাহেব এই আয়েত “ও নাফ্খতো ফিহে মের রুহি” — পড়িয়া কহিলেন; ‘আল্লাতালায় আদমেরে বানাইয়া আপনা রুহ আপন জান ঐ আদমের মৈন্দে দিয়াছে’। মৌলবি ছাহেব বলিলেন ‘আল্লাতালার কি জানদারের মত অজুদ ছাবেত আছে জে, তার জান নিকালিয়া ঐ আদমের মধ্যে দিয়াছে? কিম্বা তার জান হৈতে কাটিয়া এক টোকড়া (টুকরা) আদমের মধ্যে দিয়াছে? কি আপনে তাহার মধ্যে গিয়াছে; জে আল্লার ছুরত আদম হইবেক?’

মির ছাহেব বলিলেন, ‘এখন আপনারা দরয়াগু করিয়া বুঝেন — এহার বেসি আমার খেমতা নাই জে, খুলিয়া বয়ান করি’। এই ছগোলে মির ছাহেব লা-জওব হওতে মৌলবি ছাহেব বলিলেন, ‘আল্লার নিকট বহুতর রুহ পয়দা আছে। সেই রুহ হৈতে এক রুহ আদমের ভিতরে অর্পন করিয়াছে। এই আয়াতের অর্থ মতে, আল্লার আপন জানের অর্থ ছাবেত হৈল না। এহাতে আল্লার ছুরত আদম কি প্রকার — হইল?’

তখন মির ছাহেব ‘কিমিয়া ছাদত’ হৈতে “ইল্লাল্লাহা খালাকা আদামা আলা ছুরতিহি”র মানি করিল। ‘এই দেখেন আল্লাতালায় আদমেরে আপন ছুরত ও নমুনায় পরে বানাইয়াছে’। তখন মৌলবি ছাহেব ‘মেক্সাত সরিফে’র সরা হৈতে বলিলেন “খালাকাল্লাহু আদামা আলা ছুরতেহি তুলছ ছেতুনা জেরায়ান”। পয়দা করিয়াছে আল্লাতালায় আদমেরে। সেই আদম লম্বাই তার সাইট গজ ছিল ॥

এহাতে মির ছাহেবের কথায় মালুম হৈল জে আল্লায়হ সাইট গজ লায়া ছিল ।
নাউজবিলাহে মিনহা’ ।

আজব তামাসা এই জে, মির ছাহেব থোড়া উপরে বুলিয়াছেন; আল্লার নক্সা ও
নমুনা কিছুই নাই — সে নৈরাকার । এই ক্ষণ কি প্রকার বলেন, আদমেরে বানায়
আল্লাতালায় আপন নমুনার পরে? আফছোছ ঐ জমাতের কোনো বেক্তি এমন ছসিন
কথাহ ধরিল না । হ্যাঁ । প্য্যার ।

আল্লা জারে না বুঝায় কে বুঝাবে তারে ॥

পাথরের গায়ে জৌক কে লাগাতে পারে ।

মৌলবী ছাহেব ঐ ‘কিমিয়া ছাদত’ হৈতে ছুরে দাহারের আয়েত পড়িয়া
বুলিলেন— ‘এক অঞ্চে এন্হানের এমন হাল ছিল, তাহার নাম-নিসান কিছুই ছিল
না । সেই এন্হানেরে আল্লায় এক কাত্রা (কাতরা) মনির দ্বারায় পয়দা করিয়া সুন্নিয়া
(শুননিয়া) দেখনিয়া করিয়াছে । কারিগরির চিজকে কখনহ কারিগরের নক্সা বলা
জায় না । হরফকে কখনহ কাতেবের নক্সা বলা যায় না । বান্দাকে কখনহ
আল্লাতালার নক্সা বলা যায় না । কেননা—

প্য্যার

বদলে জাহার হাল সেই কি মাবুদ ॥

মাবুদ হকিকি এক হালেতে মৌজুদ ॥

পরে ‘গেয়াছ লোগাত’ নিকালিয়া বলিলেন জে, ‘জে বেক্তি কহে আদমেরে
বানাইয়াছে আল্লাতালার আপন ছুরত কিয়া নক্সার পরে— সেই বেক্তি “কওমে
মোসাব্বা” । আর ‘আকায়েদ তমহিদ’ কেতাব হৈতে বুলিলেন জে, ‘জে বেক্তি
বোলে— আল্লাতালায় এন্হানের ছুরত; সেই বেক্তি কুফর ও কওমে মোসাব্বা
(মোসাব্বাহ) ।’ আলমগিরী হৈতে বুলিলেন জে, ‘কওমে মোসাব্বার পিছে নামাজ
দুরন্ত হয় না’ ।

এত সুনিয়া মহাম্মদি মল্লিক কুরধিত (ক্রোধিত) হইয়া ‘গারেছাতল আশিয়া’
পুস্তক নিকালিয়া কহিল জে, ‘মৌলবি ছাহেব এই পুস্তকে খোয়াব দেখিয়া লেখিয়াছেন
ও তাহাতে মির ছাহেবের গিবতহ লিখিয়াছেন’ । সেই জাগা পড়িয়া সুনাইল । তৎখনাৎ
মৌলবি ছাহেব বলিলেন, ‘গেয়াছ লোগাতে’ লেখিয়াছে জে-বেক্তি নেক খোণাবের
মনকের, খারিজি গোবোর মন্ধে (মধ্যে) বটে । আর জে বেক্তি সরার খেলাফ
বেদাতের হুকুম দেয় ছন্নত জমাত হৈতে জুদা হয় ও মক্কা-মদিনার খেলাফ বলে, তার
গিবত করা, গিবত হয় না । এহার দলিল ‘আকায়েদ তমহিদ’ ‘হজ্জতে কাতেয়া’,
‘সারা মেস্কাত’ ও ‘মসারেকল আনগারে’ আছে’ । বেলা সেস ছিল, সেই সময়
কেতাব দেখিতে রায়বাহাদুর মহাসয় হুকুম দিলেন না, হুকুম দিলে কি খুবি হইত ।

সে জাহাহৌক, মির ছাহেব কোন রকমেই পিরের ছুরত ধ্যান করা দুরন্ত বলিয়া ছাবেত করিতে পারিল না। ইতি।

এ সমস্ত কথা সুনিয়া রায়বাহাদুর মহাসয়, বাবু মহাসয়ের তরফ রুজু হইয়া বলিলেন যে, ‘পিরের ছুরত ধ্যান করার দলিল প্রমাণ দিতে পারিলেক না। এই ক্ষণ জাহা বিচারে দেখা যায়, হুকুম দেও কতব্ব (কর্তব্য)’। বাবু মহাসয় বলিলেন যে, ‘এহাদের খালি এই কথার তরু নহে, আর কয়েক কথার তরু আছে। তাহা লিখিয়া দাখিল করিয়াছি’। সেই কাগজ বাবু মহাসয় দর পেশ করিলেন। তখন রায়বাহাদুর মহাসয় হুকুম দিলেন যে, ‘একহ ছওল পড়িয়া সুনায়েন, আর মির ছাহেব তাহার জওবে জাহা বলেন, তাহা ছওলের প্রচাতে (পশ্চাতে) লেখেন’। বাবু মহাসয় সেই রকমে পড়িয়া মির ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি (তিনি) জাহা বলিলেন, ছওলের প্রচাতে (পশ্চাতে) লিখিয়া রাখিলেন। ইতী।

* ১পহেলা ছওল *

বাবু মহাসয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ‘ইন্নালাহা খালাকা আদামা আলা সুরতেহির অর্থ ‘আল্লাতালায় আদমেরে পয়দা করিয়াছে আপন ছুরতের উপরে। আপন নক্সা মতে।’ এহা আপনে বলিয়াছেন কিনা?’ ‘মির ছাহেব কহিলেন, ‘আমি বলি নাই। এই কথা মিথ্যা (মিথ্যা) বটে।’ এই কথায় পূর্বের জাহা বলিত তাহা রদ হইয়া গেল। ইতি।

* ২ ছওল *

বাবু মহাসয় জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘জেই সময় আদমেরে বানাইয়াছিল, সে সময় খোদাতালা সয়ং (স্বয়ং) — ফেরেস্তাগণের ছামনে খাড়া হইয়া হুকুম করিয়াছিল জে, আমার এই ছুরতে আদমেরে তৈয়ার করো। সে মতে ফেরেস্তাগনে আল্লার ছুরত মতে আদমেরে বানাইয়াছে। এহা আপনে বলিয়াছেন কিনা?’ মির ছাহেব বলিলেন, ‘আমি বলি নাই, এই কথা মিথ্যা বটে।’ এই কথায় পূর্বের বলিত জে, ‘আল্লার ছুরতে আদমেরে বানাইয়াছে’ — তাহা মিথ্যা হইয়া গেল। ইতি।

* ৩ ছওল *

বাবু মহাসয় জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘মসাহেদার মদ্দে ‘লা এলাহা ইল্লাল্লাহ্’ জেকেরের সময় পিরের ছুরত ধ্যান করা আপনে ফরজ বলিয়াছেন কিনা?’ মির ছাহেব কহিলেন, ‘আমি ফরজ বলি নহে। ধ্যান কহিয়াছি’।

এস্থলে জে পিরের ছুরত ধ্যান করা বলিল তাহাহ (তাহাও) উপরের তকরির মতে রদ হইয়াছে। ইতি।

* ৪ ছণ্ডাল *

বাবু মহাসয় জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ইন্নালাহা খালাকা আদামা আলা ছুরেতেহি-কে কোরান সরিফের আয়েত আপনি বলিয়াছেন কিনা?’ মির ছাহেব কহিলেন, ‘হদিছে আছে, কোরান সরিফে নাই’। এই কথায়হ (কথায়ও) পূর্বে জে কোরান সরিফের নাম লইয়া ঐ হদিছ বলিত তাহা রদ হইয়া গেল। ইতি।

* ৫ ছণ্ডাল *

বাবু মহাসয় জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আহাদ ও আহমদ ও আদম, এই তিনকে এক বলিয়াছেন কিনা?’ মির ছাহেব কহিলেন, ‘কোনো পুস্তকে আছে। আমি সেই কথার কায়েল নাই। তাহাকে আমি বুট্ জানি’। এই কথায় ‘মেরাতল এছলাম’ পুস্তক রদ হইয়া গেল। ইতি।

* ৬ ছণ্ডাল *

বাবু মহাসয় জিজ্ঞাসা করিলেন, — ‘নাছুত ও মলকুত ও জবরুত ও লাহুত এই চারি মোকাম সরিরের মন্ধে আছে এহা আপনে কহিয়াছেন কিনা?’ মির ছাহেব বলিলেন, ‘তাহা সরিরে আছে’। কিন্তু তাহায় দলিল দ্বারায় প্রমান দিতে পারিলেক না। ইতি।

* ৭ ছণ্ডাল *

বাবু মহাসয় জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তরিকা মহম্মদিয়াকে আপনি মিথ্যা বলিয়াছেন কিনা?’ মির ছাহেব কহিলেন, ‘আমি তরিকা মহম্মদিয়াকে মিথ্যা কহি নাই। তরিকা আছে, ঠীক (ঠিক) জানি। তাহাকে সিকার করিলাম। এঙ্কার করিলাম না। কিন্তু আমি সেই তরিকার মন্ধে নাই’। ইতি।

* ৮ ছণ্ডাল *

বাবু মহাসয় জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘মোরাকেবার অঙ্কে জেকেরের সময় পিরের ছুরত চান্দের রকম ও খোদার ছুরত সুর্জের (সূর্যের) মতন দেখা যায়। তাহা আপনে বলিয়াছেন কিনা?’ মির ছাহেব কহিলেন, ‘আমি ইহা বলি নাই। মিথ্যা বটে। আপনে অঙ্গিকার লিখিয়া রাখেন’। ইতি।

* ৯ ছণ্ডাল *

বাবু মহাসয় জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আলেম লোগে মারফত জানে না ও কেতাবের মন্ধে মারফত নাই। কিন্তু এক রেছালার মন্ধে আছে, তাহার নাম নাই — এহা

আপনে বলিয়াছেন কিনা?’ মির ছাহেব কহিলেন, ‘আমি ইহা বলি নহে। মিথ্যা।’ আফছোছ জে, অস্বিকার থাকা গতিকে উত্তর হইতে পারিল না। ইতি।

*** ১০ ছণ্ডাল ***

বাবু মহাসয় জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘পিরকে ছেজদা করা দুরন্ত বলিয়াছেন কিনা?’ মির ছাহেব অস্বিকার হইয়া কহিলেন, ‘এই কথা মিথ্যা বটে। আমি তাহাকে হারাম জানি।’ ইতি।

*** ১১ ছণ্ডাল ***

বাবু মহাসয় জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ইউছফ পয়গাম্বর গোপনে খোদা ছিল; জাহেরেতে ইউছফ নাম হইয়াছে— তাহা আপনে বলিয়াছেন কিনা?’ মির ছাহেব কহিলেন, — ‘আমি বলি নাই। এ সমস্ত কথা মিথ্যা।’ ইতি।

*** ১২ ছণ্ডাল ***

বাবু মহাসয় জিজ্ঞাসা করিলেন, — ‘বেদলিলের বয়্যাত ও গজলকে দলিল ও কোরান-হাদিছেরে হেকারত করেন, কেননা কোরান ও হাদিছ ছাপাতে লিখা গিয়া নতুন হইয়াছে। এহা সত্ত (সত্য) কিনা?’ মির ছাহেব কহিলেন ‘ছাপার লিখা— হাতের লিখা ভুল হৈতে পারে। ছাপার লিখাতে দুষ (দুষ্য) নাই। আমি তাহাকে হেকারত করি না’। এই কথায়হ জে নতুন কোরান আসিয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিত, সেই কথা মিথ্যা হৈয়া গেল। ইতি।

*** ১৩ ছণ্ডাল ***

বাবু মহাসয় জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ঢাকার ফত্‌ওয়ার মদ্বৈ আপনে দস্তখত করিয়া এখন সেই ফত্‌ওকে মিথ্যা কহিয়াছেন কিনা?’ মির ছাহেব কহিলেন, ‘এই ফত্‌ওকে আমি মিথ্যা বলি নাই। এহাতে আমার দস্তখত আছে। তাহাকে আমি ঠীক জানি।’ ইতি।

*** ১৪ ছণ্ডাল ***

বাবু মহাসয় জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘জমাতের নামাজ জুদা করিয়া ফসাদ বরপা করিয়াছেন কিনা?’ মির ছাহেব কহিলেন, ‘মিথ্যা কথা। এই ছণ্ডালের আবিষ্মক (আবশ্যক) রাখে না।’ ইতি।

* ১৫ ছণ্ডাল *

বাবু মহাসয় জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘জনাব মওলানা কেৰামত আলি ছাহেব ও মৌলবি আবদুল আজিজ ছাহেবেরা মহম্মদিয়া এক তরিকা নতুন নেকালিয়া আছে। এই তরিকার মন্ধে জেই বেক্তি জাইবেক, তাহারা খারাব হইবেক, এহাকে আপনে বলিয়াছেন কিনা’? মির ছাহেব কহিলেন, — ‘এই সমস্ত কথা মিথ্যা, তাহা জিজ্ঞাসা করা আবিষ্বক (আবশ্যক) করে না। এই সমস্ত ছণ্ডাল আমাকে সরম দেওয়ার জৈন্নে (জন্মে) করিয়াছে। তাহা সুনিতে চমৎকার বোধ হয়। আমি কখনহ এ সমস্ত কথা বলি নাই’। এহাতে মৌলবি ছাহেব বলিলেন জে, ‘মির ছাহেব এ সমস্ত কথা কহিয়া ফসাদ লাগাইয়া থোড়া দিন হইল জমাত জুদা করিয়াছে। আর জার ২ কাছে এসব কথা কহিয়াছে— তাহারা এই মজলেছে হাজের আছে। জিজ্ঞাসা করেন’।

রায়বাহাদুর মহাসয় বলিলেন, ‘জে, জে বেক্তি এ সমস্ত কথা আপন জবানে মিথ্যা বলিয়া জণব দিল, তাহার সাবুদ লওয়ার আবিষ্বক রাখে না’। ইতী।

পুনরায় মহাম্মদি মল্লিক; জে হাফেজ ছাহেব মৌছুফকে (মৌলুদকে?) ‘সাঁপের ছাও’ ও কোরান সরিফকে ‘সাঁপের মন্তর’ বলিয়াছিল, সেই কথার ফত্ণা কলীকাতার মৌলবি সকলের মোহর ও দস্তখত করা দর পেশ করা গেল। তাহাতে লিখিয়াছে ‘জে বেক্তি কোরান সরিফের বুৰা কহে, কিষা হেকারত করে, সে কুফর। আর দিনের (দ্বীনের) এলেম কিষা আলেমের হেকারত করে, সেই কুফর। তামাম ফেকার কেতাবে এই হুকুম আছে’।

এহা সুনিয়া হাফেজ ছাহেব বলিলেন, ‘তবে ঐ বেক্তি কাফের হইল। এই কথায় মহাম্মদি মল্লিক বলিল ‘এই দেখেন আমাকে কাফের বলিয়া গালি দিল’। তাহাতে হাফেজ ছাহেব বলিলেন জে, ‘আমি তোমাকে গালি দেই নাই। ফত্ণার মন্ধে কাফের লিখিয়াছে; তাহা বলিয়াছি।’ এই কথায়হ পুনরায় ফেরেব করিয়া বলিল, ‘দেখেন আপনার ছামনে আমাকে বার ২ গালি দেয়।’ এহা সুনিয়া রায়বাহাদুর মহাসয় হাফেজ ছাহেবকে বলিলেন জে, ‘এমন কথা ফিরিয়া কহিলে ২০ টাকা জরিমানা দিতে হবেক। কেননা মজলিছে কোনো আদনা বেক্তিকেহ মন্দ কহিতে হয় না।’ হাফেজ ছাহেব বলিলেন, ‘আমি মন্দ বলি নাই। ফত্ণার কথা বলিয়াছি। সেই ফত্ণা দেখিয়া আপনে তজবিজ করেন’। রায়বাহাদুর মহাসয় বলিলেন, ‘আচ্ছা, তাহার তজবিজ হইবেক।’ সেই অঙ্কে বেলা সেস ছিল। অতয়ব বৈঠক মৌকুফ করিয়া রায়বাহাদুর মহাসয় ও বাবু মহাসয় খাড়া হইয়া ফুকারিয়া দিলেন, — ‘ওহে সভাসদ তোমরা শুনো, জে-কথার দোন পক্ষের তক্ক ছিল, তাহা ফত্ণার মন্ধে, পিরের ছুরত ধ্যান করা দোরস্ত পাণ্ডা গেল না। আর মির ছাহেবহ পিরের ছুরত ধ্যান করা দোরস্ত

বলিয়া ছনদ দিতে পারিলেক না। এই ক্ষন তোমাদের আপন ২ ইচ্ছা, চাই কি আপন আপন পিরের কথা মত চলো, চাই কি কেতাব মত চলো। কেননা, জাহা হক ছিল, তাহা সকলের নিকট প্রকাশ হইয়া গিয়াছে।’ ইতি।

পরে জখন ঐ মজলিস হইতে মির ছাহেব বাহির হইল, তখন তিনি ও তাহার জানিবের মহাম্মদি মল্লিক; লোগের নিকট কহিতে লাগিল জে, ‘আমাদের সকল কথা ছাচ্চা (সাদ্চা) হইয়াছে। আর পিরের ছুরত ধ্যান করা ছাবেত হইয়াছে।’ আর আপন লোগের সঙ্গে ওদাহ করে জে, ‘তোমরা খাতির জমা থাক। আমি সালিস ছাহেবানের মোহর ও দস্তখত করাইয়া তোমাদিগকে (তোমাদিগকে) পিরের ছুরত ধ্যান করা দুরন্তের ফয়ছলা দিতেছি’। তবে এই ক্ষন সালিস মহাসএর্ণ (মহাশয়দের) নিকট ও সকল মহলমানের নিকট, জাহারা উক্ত মজলিসে জাহের ছিলেন, এই প্রার্থনা জে, দিন মহাম্মদির মদত ও ছুরত-পুরস্তি দুর হওয়ার নিয়তে এই মহফেল নামাকে আপন দস্তখত ও খাছ মহরে সুভিত ও খুবি করিতে মরজি হয়। জেমন আপনাদের সুক্ষ্যাতির (সুখ্যাতির) ঘোসনা পত্র চিরকাল অবধি হর মজলিসে পড়িতে থাকিয়া নাম থাকে। আর এই মনবাঞ্চা জে, কোনো মজমুন বেসি কিম্বা খেলাফ হইয়া থাকে; তাহাকে মিটাইয়া দিবেন। আর কম হৈলে খেতি নাই। কেননা সকল কথা লেখন অধিক ভুল দেখিয়া মোখতছর লিখিলাম। ইতী।

আর এক উত্তম মাজেরা এই জে, সকল হাট-বাজারে গ্রামে ২ মহাম্মদি মল্লিক ও তাহার জানিবের লোক সকলে কহিয়া ফিরিতেছে জে, ‘আমাদের জিত হইয়াছে, তাহার্গ হাইর হইয়াছে— বিধায় রায়বাহাদুর মহাসয় হাফেজ ছাহেব হইতে পঁচিস টাকা জরিমানা লইয়া ছাড়িয়া দিয়াছে’। এই পজ্জন্ত মির ছাহেব দেসে গিয়াহ এমত প্রকার আপন জানিবের লোগ দ্বারায় প্রকাশ করিয়াছে জে, মৌলবি ছাহেবকে রায়বাহাদুর মহাসয় পচিস টাকা জরিমানা করিয়াছে। এহা জনাব মুন্সি তাজদ্দিন ছাহেবের পত্রের দ্বারায় মালুম হইল। এই কথা যথার্থ রূপে ভারি তহুমত ও পরিবাদ বটে। কেননা শ্রীজুত রায়বাহাদুর মহাসয় জদী পিরের ছুরত ধ্যান করা দুরন্ত থাকার দলিল পাইত, তবে উক্ত মজলিসে বলিতে কি ওজর ছিল। মহাসয়ের বলা সকল রকমেই মাতবর ছিল। আল্লাতালায় মহাসয়কে সকল রকমেই লোয়াকত দিয়াছে। হাকিমি রোতবায় ও কানুনের ছুরতে দেস-বিদেস বেলাত পজ্জন্ত হাকিমান নিকট সুক্ষ্যাতির ঘোসনা প্রকাশ আছে।

এহা ছেওয়া শ্রীজুত বাবু হরিপ্রসাদ রায়ঘটক চৌধুরি মহাসয় অতী বিধবান (বিদ্বান?) ও বহু সান্ত্র গ্রহন বেক্তি, জাহার দারায় (দ্বারায়) উক্ত মজলিস রোসন ছিল। আর ফতওয়ার সমুদয় মজমুন বঙ্গভাসায় দরয়াগু করিয়াছেন। তবে তিনিহ পিরের

ছুরত ধ্যান করার প্রমাণ পাইলে; উক্ত মজলিসে বলিতে কিছুই বাধা ছিল না। তবে জে এমত প্রকার এমন মহামানি বেজিক্কে আপন কথা ঠীক রাখার জৈন্নে পরিবাদ দেও নিতান্ত অন্যায (অন্যায়) বটে। এই ক্ষন এমত প্রকার চক্ষ দেওয়ার (দুয়ার) দিয়া; (অর্থাৎ চক্ষ পদদা দিয়া), ঐ সমস্ত লোগ সকলে বরখেলাফ আইন এছলামের (অর্থাৎ মোছলমানি রিতির) উলটা আপন ক্রেত (কৃত) কর্মকে নিব্বাহ করিয়া জাইতেছে * খোলাছা এই জে, যাহা হক ছিল, তাহা দানা লোগের নিকট প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। এইক্ষন কোনো বেজিক্কে ফেরেব ও বাহানার কথা কামে আসিবেক না। আমিন ২ আমিন।

লিখিতঃ শ্রী হৈয়দ জালালদ্দিন আহমদ

নকল মহর

তালেব হোসেন *আবদুল খালেক*

মহাম্মদ ফাজেল *শ্রী মহাম্মদ ওমর*

মহাম্মদ এলাহি বক্স

হরিপ্রসাদ ঘটক

* নকল দস্তখত *

আবদুচ্ছবহান *সমছদ্দিন* *আলিমদ্দিন আহমদ* *কমরদ্দিন আহমদ*
রছুল মহাম্মদ ফকির *খোদা বক্স বেপারি* *মহাম্মদ দানেস* *মাদারি
বেপারি* *পগারি বেপারি* *কেতাব আলি* *মনিরদ্দিন কাজি* *আহমদ কাজি*
ইউছফ মল্লিক *কুদরুতুল্লা বেপারি* *ধোপাই লস্কর* *ছবুর লস্কর* *মেহের
উল্লা মৃধা* *বকসু বেপারি* *ছোলতান খাঁ* *ফতে মহাম্মদ খাঁ* *কালাইমাল
জমাদার* *সোনোউল্লা সারেঙ্গ* *শ্রী লক্ষি কান্ত গোপ্ত* *শ্রী মধুগুধন চক্রবর্তি* *শ্রী
আনন্দ চন্দ্র মুখপাঙ্কায়* *শ্রী রামচন্দ্র চট্টপাদ্যায় আমিন* *শ্রী তারিনি চরণ পাইন*"

।। ৩ ।।

উদ্ধৃত রচনাটির ভাষাগত বৈশিষ্ট্য সহজেই মনযোগ আকর্ষণ করে। আধুনিক পাঠকগণের নিকট এ-ভাষা অপরিচিত, মৃত। অথচ এ-ভাষাই ছিল, সেকালের শিক্ষিত জনগণের ভাষা। ইয়াদ করা দরকার, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের শিক্ষিত ব্যক্তিদের “বঙ্গ ভাষার” সঙ্গে এ ভাষার কোন মিল ছিল না। মহ্ফেল নামার এ-ভাষা সেকালে শুধু মুসলমানরাই ব্যবহার করত না; তা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করত শিক্ষিত হিন্দু জনগণও। তার প্রচুর প্রমাণ, হিন্দুদের-ই

লিখিত সমকালীন বাঙালা চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, শালিস-নামা প্রভৃতিতে নিহিত র'য়েছে। অতএব, আলোচ্য 'মহ্ফেল নামা'-র ভাষা-কে কেবল 'ফারসী-বাঙালা বা মুসলমানী বাঙালা না ব'লে, একে সে কালের গণমুখী বাঙালা ব'লাও চলে।

দ্বিতীয়তঃ উক্ত 'মহ্ফেল নামা'-টি প্রাচীন 'গণমুখী গদ্য রচনা'র এক বিশিষ্ট নিদর্শন। সমকালীন চলমান ধারার (Traditional) গদ্য রচনার এত বড় নজীর এর আগে আর আবিষ্কৃত হয়নি।

আলোচ্য গদ্য রচনাটির বানান-রীতি— হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রেণীর নির্দিষ্ট সংস্কৃত-নির্ভর পণ্ডিতী গদ্যের বানানের নিয়ম-বিরোধী। আজকের পাঠকের নিকট "চরন", "মৈন্দে", "সুরু", "সুনিতে", জে, জদি, জাহা, জাইবে "মির্থা", "ফত্‌ও" (ফতোয়া), "মহাম্মদ" (মোহাম্মদ), "ওক্ষর" (ওমর) ইত্যাদি বানান অদ্ভুত ব'লে মনে হ'তে বাধ্য। কিন্তু মনে রাখা দরকার, এ রকম বানান-ই ছিল রাঙালীর মূল বাঙালা ভাষার চার-পাঁচ শত বছরের সর্বজন স্বীকৃত ও প্রকৃত বাঙালা বানান। এ বানানের সমর্থন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও ক'রেছেন। তিনি আলোচ্য রীতির বানান-বদলের জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের নিন্দা ক'রতেও দ্বিধা করেননি। আর "ছেও" (ছেওয়া), "ফত্‌ও", "ছওল" বা "সওল", "জওব", (জওয়াব) ইত্যাদি রকমের বানান-এর সমর্থন "প্রবাসী"-পত্রিকার পক্ষ থেকে করারও নজীর র'য়েছে। যদিও তাঁরা পুথির এই বানান-রীতির সাথে পরিচিত ছিলেন না।

আলোচ্য রচনায় নিহিত শব্দ-সম্পদও আজকের দিনে কৌতুকাবহ মনযোগের দাবীদার। পাঠকগণ নিশ্চয় খেয়াল না ক'রে পারেননি যে, এতে "ফুকারিয়া" (ঘোষণা করিয়া), "এখতেলাফ", "মজমুন", "ওগয়রহ", "সওল" (সওয়াল), "ছাবেত" ইত্যাদি যে-সব অধুনা অপ্রচলিত শব্দ র'য়েছে; তা সেকালে কত অনায়াসে কলমে আসত এবং লেখা হ'ত।

তৃতীয়তঃ এ ভাষার মধ্যে কিছু কিছু শব্দ-ব্যবহার, বিশেষতঃ সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগে গণমুখী ও গ্রাম্য উচ্চারণ-রূপ ধরা প'ড়েছে। যেমন "মুখপাদ্য" (মুখোপাধ্যায়), "মির্থা" (মিথ্যা), "গোণ্ড" (গুণ্ড), "সুজ্জ" (সূর্য), "চৌক্ষ" (চোখ/চক্ষু), "প্রশাতে/প্রচাতে" (পশ্চাতে), ইত্যাদি। গোটা রচনার মধ্যে একটি ইংরেজী শব্দ "ইণ্ড"ও চোখে না প'ড়ে পারে না। এছাড়া "হইবেক", "করিবেক", "পারিবেক", "আমিহ", "তাহাহ" (তাহাও), "কথায়হ" (কথায়ও) ইত্যাদি শব্দরূপের প্রয়োগ দেখা যায়।

রচনাটির নানা স্থানে 'শব্দ-রূপ' গঠনে ও বানানে যে কিছু কিছু ত্রুটি এবং প্রথানুগত্য আছে, তা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। যুক্ত-বর্ণের কোথাও কোথাও

উপরে রেফ-চিহ্ন ব্যবহার প্রথানুগত্যের প্রমাণ। প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে এর ভুরি ভুরি নজীর পাওয়া যায়। আর তা মুসলমান ও হিন্দু উভয় কওমের লেখকদের লেখাতেই মেলে।

প্রাপ্ত রচনাটির আর একটি বৈশিষ্ট্য অসংগত বিরাম-চিহ্নের ব্যবহার। রচনা-মধ্যে অনাবশ্যকভাবে দাড়ি চিহ্ন যেখানে-সেখানে (অবশ্য সংখ্যায় কম) দেখা যায়। এক দাড়ি এবং দুই দাড়ির ব্যবহার তো আছেই, সেই সঙ্গে তারকা চিহ্নের প্রাচীন ব্যবহারও চোখে লাগে। কমা, সেমিকোলন, হাইফেন ও ড্যাস ছিল না। যথাযথ স্থানে সর্বত্র দাড়িও ব্যবহার করা হয়নি। আধুনিক পাঠকদের নিকট অর্থ-স্পষ্টতা ও পাঠ-সরলতার জন্য রচনাটির সর্বত্রই আধুনিক বিরাম-চিহ্নের প্রয়োগ করা হয়েছে। কেননা সেকালের বাক-ভঙ্গি এবং এ কালের বাক-ভঙ্গি পৃথক হওয়ায়, এই সংশোধন ব্যতীত বাক্যের অর্থ-উপলব্ধি সম্ভব নয়। সে-কালে “ও” এবং “আর” দিয়ে বিরামস্থান বোঝানো হ’ত। এ দু’টো শব্দ ছিল— ‘কমা’ ও ‘সেমিকোলন’-তুল্য।

পরিশেষে বলা দরকার, এই ‘মহফেল নামা’র মধ্যে কিছু কিছু আরবী, ফারছী, উরদু ও বাঙালা কেতাব-এত্বের উল্লেখ করা হ’য়েছে। সেগুলো হ’ল— সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে লিখিত বিখ্যাত ফতোয়ার কেতাব ‘ফতোয়ায়ে আলমগিরী’, ‘কওমে মুসাব্বা’, ‘আকায়েদে তম্হিদ’, ‘ওয়ারেছাতল আঘিয়া’, ‘হুজ্জতে কাতেয়া’, ‘মশরেকুল আনোয়ার’, ‘মেরাতল এছলাম’, ‘হেরাতল মোস্তাকিম’, ‘কওলল জমিল’, ‘কিমিয়া সাদাত’, ‘মেশ্কাতে শরীফ’ প্রভৃতি। এগুলোর মধ্যে কোন্টি আরবী, কোন্টি ফারছী, কোন্টি উরদু ও বাঙালা ভাষায় লেখা, তা নাম থেকে বোঝার উপায় নেই। মূল গ্রন্থও সব খুঁজে পাওয়া কষ্টসাধ্য।

যাহোক নানা রকম দোষ-ত্রুটি থাকলেও পূর্বোক্ত গদ্য রচনা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাঙালা দেশের ভাষা-চর্চার গণমুখী ধারার এক মূল্যবান মৌলিক নমুনা। এগুলোকে শুধু ‘ঢাকাই গদ্য’ কিংবা ‘মুসলমানী গদ্য’ বলা যাবে না। এই গদ্য গোটা বাঙালা ও আসামেরও— বাঙালীর মূল বাঙালা ভাষার চার-পাঁচ শ বছরের প্রবহমান আদি গদ্যধারা। এর ভাষাও সেই অকৃত্রিম বাঙালা ভাষা, যার প্রশংসা গত শতকের প্রথম দিকে একাধিক ইংরেজ লেখক ক’রে গেছেন। এ ভাষা বর্জন ক’রে, শতকরা নব্বইটা সংস্কৃত শব্দ ধার ক’রে এনে, বাঙালা ভাষাকে বাঙালী জনগণের আয়ত্ত্বের বাইরে নিয়ে যাবার জন্য স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সন বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে বাঙালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের নিন্দা না ক’রে পারেননি। আজকের দিনে আমরা ঐ ভাষায় ফিরে যেতে পারব না, তবে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, কবি ফররুখ আহমদ, সৈয়দ মুজতবা আলী প্রভৃতির ভাষা-ব্যবহারের ট্রাডিশনাল পথ ধ’রে নতুন কালের বাঙলাদেশী কবি-লেখকদের ঐ ভাষার কাছাকাছি যেতেই হবে। নইলে বাঙলাদেশের ভাষা ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে নব উজ্জীবন ঘটবে না।